।। ফিরগই ফাইদি ।।

।। আমাএ গোমতীমা ।। জাদু-কলিজা ।।

কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত।

সংকলন গ্রন্থ

॥ ফিরগই ফাইদি ॥

॥ আমাএ গোমতীমা ॥

॥ জাদু-কলিজা ॥

Book Fair Agt. 1986

Rs. 6.00

প্রকাশিকা : শ্রীমতী হিরণপ্রভা চক্রবর্ত্তী
পো: অভয়নগর, আগরতলা

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ ইং

প্রচ্ছদ : শ্রীসুমঙ্গল সেন

মূল্য : ৬'০০ (ছয় টাকা)

মূদ্রণে : প্রেসিনা, আগরতলা।

সূচী পত্র

॥ ভূমিকা ॥

'ফিরগই ফায়দি'র লেখক সোনাচরণ দেববর্মাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। পত্নীর বিরহ সহ্য করতে না পেরে তিনি এই গানগুলি লেখেন।

যে কোন কারণেই হোক এক সময় তাঁর পত্নী তাঁর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ী চলে যান। অনেক অনুনয় বিনয় করেও সোনাচরণ দেববর্মা পত্নীর মন ফিরাতে পারেন নাই। স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তিনি পত্নীর উদ্দেশ্যে এই গানগুলি লেখেন।

এই গান লেখার পর তাদের পুনর্মিলন ঘটেছিল। অন্ততঃ এই খবর আমার জানা।

সুধন্বা দেববর্মা (ত্রিপুরা বিধান সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং সরকারী প্রেস দপ্তরের মন্ত্রী) সোনাচরণ দেববর্মাকে এই গান লিখতে এবং তা পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করতে উৎসাহিত করেছিলেন। পুস্তিকাটি ছাপানোর পূর্বে পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ আমারও হয়েছিল।

এই বইটিকে বাংলায় অনুবাদ করে কক বরক ভাষী একজন পত্নী বিরহে বিদগ্ধ অজ্ঞাত কবির মর্মবেদনা প্রকাশের প্রতিভার সাথে বাংলা ভাষী পাঠকের পরিচিত করানোর শ্রীশান্তিময় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

কক বরক প্রতিশব্দের বাংলা শব্দ চয়নে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকলেও অনুবাদ মোটামুটি স্বার্থক হয়েছে বলা যায়।

১লা অক্টোবর,
১৯৮৫ ইং

দশরথ দেব

॥ অনুবাদকের কথা ॥

যে কোন ভাষার আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্য সম্পদ অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন সাহিত্যকর্ম শুধুমাত্র ভাষার ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটনেই সাহায্য করে না, জাতির ক্রম বিবর্ত্তনের সঠিক পথের নির্দেশও দিয়ে থাকে। তাছাড়া প্রাচীন সাহিত্যকর্মে জাতির সমাজ সংস্কৃতির মর্মকথাটিও লুকিয়ে থাকে। এ কারণেই প্রত্যেক আত্ম সচেতন জাতি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যাদির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে। এ বিচারে উপজাতীয় ভাষায় (কক্-বরক) রচিত প্রাচীন গ্রন্থাদি, দেবদেবীর স্তোত্র, বন্দনাগান এবং জুমে গীত নরনারীর স্বতঃস্ফুর্ত হৃদয়াবেগ মিশ্রিত প্রণয়মূলক গানগুলোরও অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে।

বর্ত্তমান পর্যায়ে সংগৃহীত 'ফিরগই ফাইদি'র (ফিরে এসো) রচয়িতা কবি সোনাচরণ দেববর্মা। কবি পরিচয় খুব সামান্যই জানা গেছে। কবির সৃষ্ট কর্মের সাথে সাথে কবি নিজেও আজ হারিয়ে গেছেন লোক চক্ষুর অন্তরালে। যদিও গাঁয়ে-গঞ্জে আজও কোথাও কোথাও সংগৃহীত কাব্যগ্রন্থটির কোন কোন অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ কাব্যটি কোথাও গীত হতে শোনা যায় না। আধুনিক প্রজন্মের অনেকের নিকট কাব্যগ্রন্থটির পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এ কারণেই এর প্রকাশ ও প্রচার একান্ত প্রয়োজন।

কবি পরিচয় ও কাব্যগ্রন্থটির রচনাকাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দশরথ দেব মহাশয় ভূমিকায় খানিকটা উল্লেখ করেছেন। পাণ্ডুলিপির অন্যত্র এ সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সংরক্ষণের প্রয়োজনে এখানে সেটুক্ তুলে দিলাম। "কবি সোনাচরণ দেববর্মাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। কমরেড হেমন্ত দেববর্মা এবং সুধন্বা দেববর্মার মাধ্যমে তাঁর এই বিরহ কবিতার পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলাম পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। তাঁকে সেই পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের উৎসাহ দিয়েছিলাম। এই 'বিরহ' কাল্পনিক নহে। সোনাচরণ দেববর্মার পত্নী তাঁকে ত্যাগ করে পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিলেন। তখনই পত্নীর বিরহে তাঁর এই রচনা। অবশ্য কয়েক বৎসর পরে সমাজের

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্যোগে তাঁদের দাম্পত্য জীবনের পুনর্মিলন ঘটেছিল। ইহা পঞ্চাশ দশকের ঘটনা। তাঁদের বর্ত্তমান অবস্থা আমার জানা নাই।"— দশরথ দেব

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কবির শিক্ষাগত যোগ্যতাও আমাদের অজ্ঞাত। তাহলেও কক-বরকের লোক সাহিত্য সমূহ পর্যালোচনান্তে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোন জাতি বা ব্যক্তির সাহিত্যিক অনুভূতি পুথিগত বিদ্যার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকে না। কাব্যিক অনুভূতি একান্তভাবে অনুভূতি প্রবণ হৃদয়স্থিত নান্দনিক জগতের অন্তর্ভুক্ত।

বলা হয়েছে, কাব্যগ্রন্থ 'ফিরগই ফাইদি'র রচনাকাল পঞ্চাশ দশকে। যদি কাব্যগ্রন্থটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়ে থাকে তা হলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কক-বরকের নিজস্ব পদ্যরীতি, ছন্দ ও ভঙ্গিমায রচিত এটিই প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ। রচনাকাল বিচারে কাব্যটি অর্বাচীন। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে কাব্য গ্রন্থটিকে প্রাচীন পুথির মর্যাদা দিয়েছি। তাই দু'একটি বানান ব্যতীত মূল পুথির অপরাপর বানান ও ছন্দ যথাযথ রেখেছি।

যদিও বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে উত্তরণের জন্য কাব্য গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে অন্তর্নিহিত খণ্ডিতভাব লক্ষ্য করা যায়, তবু 'ফিরগই ফাইদি' একক অবিচ্ছিন্ন কাব্যগ্রন্থ। কাব্যগ্রন্থটির কোন কোন অংশের লিরিক ধর্মিতা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এটি একটি পল্লীগীতি (Ballad song) বিশেষ। পত্নী বিরহ কাতর এক অখ্যাত কবি হৃদয়ের এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু। বর্ত্তমান পুস্তকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে অনুবাদ করা হয়েছে বলে পাঠকবর্গের নিকট প্রত্যেকটি খণ্ডিত অংশকে একক স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন গান নয়। অনুবাদ ও অর্থ হৃদয়ঙ্গমের সুবিধার্থে অখণ্ড কাব্যটিকে খণ্ডিত করে নেওয়া হয়েছে মাত্র। তবে মূল পুস্তকের ক্রম যথাযথ রক্ষা করা হয়েছে।

'ফিরগই ফাইদি' জুমে গীত গান (জাদু-কলিজা) নয়। শোনা যায়, কবি স্বয়ং বাদ্যযন্ত্র সহকারে কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন গাঁয়ে গেয়ে বেড়াতেন। সাহিত্যের বিচারে কাব্যগ্রন্থটির গুণগত উৎকর্ষ প্রচুর। দাম্পত্য বিরহের

পটভূমিকায় রচিত কাব্যগ্রন্থটিতে অমর কবি কালিদাস বিরচিত 'মেঘদূত'এ বিন্ধ্যাচল নির্বাসিত বিরহী যক্ষ হৃদয়ের হাহাকার লক্ষ্য করা যায়। কাব্যে অনুপ্রাস, যমক, অলংকার এবং মনোমুগ্ধকর উপমা সমূহের চমৎকারিত্ব নিঃসন্দেহে কাব্যটিকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করেছে। সর্বোপরি, কবির বাস্তবোচিত মানবিক জীবনবোধের সামগ্রিক বিচারে কাব্যগ্রন্থটি কক-বরক সাহিত্যজগতে চিরদিন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে সাহিত্যানুরাগী সমাজের প্রেরণার উৎসস্থলরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ভাষাতত্ত্বের বিচারেও দু' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি কাব্যগ্রন্থটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ কাব্যাংশে কোথাও 'ঙ' এর ব্যবহার করা হয়নি। সর্বক্ষেত্রেই ং (অনুস্বার) ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অন্তস্থ অ (য়) ধ্বনিটিকে আ-কার সহযোগে ইআ (ইয়া) রূপে উচ্চারণ করার নির্দেশ রয়েছে।

সংকলন গ্রন্থের অপরাপর অংশ 'আমা এ গোমতী মা' (হে মাতঃ গোমতী) এবং 'জাদু-কলিজা'। এ সম্বন্ধে পুস্তকের অভ্যন্তর ভাগে বলা হয়েছে। এখানে ততোধিক উল্লেখ করা বাহুল্য মনে করছি।

সংকলিত অংশ সমূহের হুবহু অনুবাদ করা হলে সঙ্গত কারণেই বহুলাংশে কাব্যিক আবেদন ব্যাহত হত। এবং কবির মানসিকতা যথাযথ পরিস্ফুট করা সম্ভব হত না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মর্মার্থ ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে কাব্যের মূলভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছু কিছু প্রাণী ও বস্তুর (যেমন, কুয়ুংমা, বাংদুরুং, পাচল ইত্যাদি) বাংলা নামের সাথে পাঠকদের পরিচিত করাতে পারিনি বলে দুখিত। আশা করছি, অপর কোন সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতব্যক্তি সংকলিত অংশ সমূহের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী মূল্যায়ণের কাজে এগিয়ে আসবেন।

শ্রদ্ধেয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত দশরথ দেব মহাশয় প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও পাণ্ডুলিপি পাঠান্তে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন বলে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজন কৃষ্ণ চৌধুরী এবং অগ্রজ প্রতিম সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুবিমল রায় মহাশয়দ্বয়কে বাংলা অংশ

পাঠান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেওয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুমঙ্গল সেন। এটি আমার প্রতি তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদের প্রতীকস্বরূপ।

পরিশেষে, অনূদিত অংশ জাতি-উপজাতি উভয়শ্রেণীর সাহিত্যানু-রাগী সুধীজনের রসোপলব্ধির কিছুমাত্র সহায়ক হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। নমস্কারান্তে—

তারিখ,
১লা নভেম্বর, ১৯৮৫ ইং

শ্রীশান্তিময় চক্রবর্ত্তী
ইন্দ্রনগর, আগরতলা।
পশ্চিম ত্রিপুরা।

॥ ফিরুগই কাইদি ॥

ওয়াছক স-কচ তানালে মান পানতইসে
সুকাং লাইঅ,
ওয়ানামা ককন সানালে মান, মুকতইসে
ম কাং লাইঅ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা : পত্নী বিরহ কাতর এক পল্লী কবির অন্তস্তল নিস্যত কাব্য গাথা এটি। কবি সুরে সুরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে অতীন্দ্রিয় জগতে উত্তরণ করেছেন। সেই উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে কবি নিতান্ত সাধারণ অথচ অসাধারণ অর্থবহ উপমা দিয়ে সুরু করেছেন কাব্যের প্রথম কলি।

ওয়াছক··· মকাং লাইঅ—যে বাঁশের অগ্রভাগ পচে গেছে তা কাটা যায় বটে, কিন্তু সম্মুখে শিশিরের জল (বাঁশের শীর্ষদেশে পচে যাওয়া খণ্ডিত অংশে জমে থাকা শিশিরের জল) ঝরে পড়ে। তেমনি, দুঃখের কথাও বলা যায় বটে, কিন্তু কপোল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে যে।

ওয়াছক—বাঁশের অগ্রভাগ, স-কচ—পচে টুকরো হয়ে গেছে এমন।

চুরাই ফাংসিনি মা বাই মা তংয়া নুগুইন তংগ,
নুগুইলে খাইরকয়াদা ?
নানায়া নাগ সংবা—

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা : স্নেহের কাঙাল, মাতৃস্নেহ বঞ্চিত কবি তৃষিত হৃদয়কে সিক্ত করতে চেয়েছিলেন পত্নী প্রেমের শীতল প্রস্রবণে। তাই তিনি বলছেন, ওগো সোহাগের প্রতিমা, দেখতেই পাচ্ছ, শিশুকাল থেকেই মাতৃস্নেহ বঞ্চিত। দেখে—হৃদয়ে মমতা হচ্ছে না কি ?

নানায়া— আদরের, সোহাগের। নাগ (র)—প্রেমিক বা প্রেমিকা, রসিক।

আশ্বিন মাসনি পনর তারিখ,
দিনব শুকুবার দিন
তাখুক অকরা মাক্ষানি ঈমান
দাদা কতরব ফাইঅ :
বাবুনি লগি ফাইঅ।

য়্যাফাংনি সিমি নায়ই থাংকালাই
বুচুক মথাগই নাইঅ।
বুচুকনি সিমি নায়ই থাংকালাই
য়্যাফাং মথাগই নাইঅ।
(য়াছি) য়াগ রুঅই, মকল থারিঅই
বাবু হামজাগই থাংগ।
বিনি বাবু বাই আনি বাবুলে
বাবু কক কাইছা অংখা।
বিনি মায়া বাই, আনি মায়ালে
মায়া কক কাইছা অংখা।
জাইতিন সুংগই, জাতি সইবায়ই
বাবু কক সুংগই (রুখা)।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা : দুঃখ জাগায় মধুময় স্মৃতি আর বিচ্ছেদ জাগিয়ে তোলে মিলন স্মৃতি। তাই বর্ত্তমান বিচ্ছেদ বেদনা কবিকে অতীতের মধুস্মৃতি চারণায় উদ্বুদ্ধ করছে। স্মৃতির পাতায় পড়ে যাচ্ছেন প্রিয়ার সাথে মিলন পর্বের দিনলিপি।

আশ্বিন······লগি ফাইঅ—আশ্বিন মাসেব পনর তারিখ, দিনটা ছিল শুক্রবার দিন। পিতৃতুল্য বড়দাও এসেছিলেন বাবার সাথে।

য়াফাংনি সিমি···হামজাগই থাংগ—পা থেকে মাথা অবধি আবাব মাথা থেকে পা অবধি (আপাদমস্তক) ভাল করে দেখে বাবা পছন্দ করে গেলেন। বিনিবাবু······কাইছা অংখা—ওর বাবার কথা আব আমার বাবার কথা এক হল। উভয়ের ঐক্যমত হল। বিনি মায়া ····· কাইছা অংখা— (ওর বাবা এবং আমার বাবা পরস্পর পরস্পকে কথা দিলেন— কথার বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। সেদিন থেকে) ওর প্রেমেব

সাথে আমার প্রেমের বন্ধন স্থাপিত হল। আমার বাবাও ছাইভিন স্নুংগই (রুখা)—আত্মীয় স্বজনদের মতামত ও সমর্থন নিয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আমাদের বিয়ের মঙ্গলাচরণ হল।

কক্ স্নুংমা—বিয়ের জন্য বরও কনে পক্ষের পারস্পরিক আলোচনান্তে ঐক্যমতে পৌঁছানো বা সিদ্ধান্ত নেওয়া, মঙ্গলাচরণ হওয়া।

দিনলে কুড়িছা তাই সালনুই অংগই
দিনব শুকুবার দিন ;
আগুন মাসনি ১৯ শা তারিখ
দিনব বুধবারনি দিন
য়াফাং পমরুঅই, বুচুগ ত্ই রুঅই
বামন য়াক কাইচা খাঅই, জাতি ত্ইলুসাতিরুই
বরলে খিবিনানি? নানায়া নাগর সংন!

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা : প্রিয়া মিলনের আকাঙ্খায় কবি অধীর আগ্রহে দিন গুণছেন। একদিন সত্যি সত্যি সেই প্রতীক্ষিত ক্ষণটি এসে গেল।

দিনলে কুড়িছা ···বুধবারনি দিন—এককুড়ি দুদিন পরেও আবার তেমনই একটি শুক্রবার এল (যেমন একটি শুক্রবারে বিয়ের মঙ্গলাচরণ হয়েছিল)। অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত অগ্রহায়ণ মাসের ঊনিশে বুধবার এল। য়াফাং পমরুঅই·····নাগর সংন—মাটির বেদী বেঁধে, শান্তিজল বর্ষণান্তে ব্রাহ্মণ দ্বারা হাতে হাত মিলিয়ে দেওয়া এবং স্বজনবর্গের আশীর্বাদের মাধ্যমে যার সাথে তোমার চিরজীবনের বন্ধন রচিত হয়েছিল, সেই প্রাণ প্রতিমকে কি করে উপেক্ষা করবে?

বরলে খিবিনানি?— কোথায় ফেলবে? অর্থাৎ ফেলে দিতে বা পরিত্যাগ করতে পারবে না।

পান্থর শিয়ারী মাসিং মাই সারি
বুফুরু মায়া ছাড়ি?
নানায়া নাগর সংলে।
নানায়া নাগর সংন—

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা : মাঠের শিশিরের ন্যায় কোমল, শরতের শালি ধানের মত হৃদয়গ্রাহী ওগো প্রাণ প্রতিম, কখন প্রিয়তমের মায়া ছেড়ে গেলে ?

চুরায় ফাংসিনি মালাইফাইমানি,
খাজানি রিছা (সরমাছী) মাসা দর
স্নুরুংফুরু
মানজ্ লাইমানি নামারা নাগর সংবাই।
আচুক চুরাইঅ নন সাফুরু, নন হুনফুরু
বাহাই সাক ছয়ই তংসাই ?

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা : বাল্য প্রেমের ভিত্তিমূল নরনারীর হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত থাকে। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মালিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কবি ব্যক্তিগত জীবনে শাশ্বত প্রেমের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে প্রিয়াকে সম্বোধন করে বলছেন, চুরাই ফাংসিনি......নাগর সংবাই— আশৈশব যার সঙ্গে জীবন কাটিয়ে এলে, বুকে 'রিছা' (বক্ষাবরণী) জড়াতে শেখার সময় থেকে অর্থাৎ যৌবনোদগমের সূচনা কাল থেকে প্রাণ প্রিয়ের সঙ্গে মধু মিলনের স্মৃতি কি করে ভুলে গেলে !

শৈশবকালেই মানব মনে হৃদয়াবেগের প্রাবল্য থাকে। অপরিণত বুদ্ধির কারণে রাগ দ্বেষাদি বৃত্তিগুলো সামান্য কারণেই জেগে উঠে কার্যকারণ ব্যতিরেকে। কিন্তু সে সময়তো কবি পত্নী বিচলিত হননি। তাই বিস্ময়াবিষ্ট কবির সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা, আচুক... তংসাই সেই শৈশব-কালে তোমাকে যখন কঠোর ভাবে বলেছি, তিরস্কার করেছি তখন কি করে তুমি সয়েছিলে ?

রিছা হুনতিনি বিসিকনুই অংগুই
মুংবাই নয় বছর কাঅ।
খুরিছা কুফুর, কাইবুরুই বামই
আছুক তংমানি, আছুক চামানি
খাপাং ভাবিঅই নাইদি।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা : এক দুবছর করে তোমার সাথে ন'বছর কেটেছে। এরই মাঝে তোমার শ্বেত-শুভ্র পবিত্র কোলে চার চারটি সন্তান

এসেছে। এ দীর্ঘ সময়ের স্মৃতিটুকু অন্তরে অন্তরে ভেবে দেখো।

বুছা অকারা য়াগারা তুয়ই
বুছা কুস্থন খুরি ঔ বামই
য়্যাগারা য়্যাকতুক হাঅ স্থংতিরই
খপাং ওয়ানস্থগই নাইদি।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে সহস্র চিন্তার ভীড়ে কোন একটি বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশের অবকাশ নেই। একমাত্র নিস্তব্ধ নীরবতাই মানুষকে আত্মস্থ হবার সুযোগ এনে দেয়। তাই কবি প্রিয়াকে আত্মস্থ হবার প্রকৃত সময় নির্দেশ করছেন।

বুছা অকারা· ···নাইদি—যখন বড় ছেলেকে ডানদিকে নিয়ে (রাত্রিতে ঘুম পাড়াবে) এবং ছোটকে বাঁদিকে (সাধারণতঃ মা স্তন্যদানের সুবিধার জন্য কোলের সন্তানটিকে বাঁদিকে নিয়েই ঘুম পাড়িয়ে থাকেন) নিয়ে রাত্তিরে ঘুমোতে যাবে তখন ডান হাতের কনুই দিয়ে মাটি ভর করে এবং হাতের চেটোয় মাথা রেখে আমাদের মধুময় দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি চারণা করে দেখিও।

নানায়া নাগরসংলে, নানায়া বিবিসংলে—
এরেং থানিন চুরাই ফাইসিংনি মা বাই মা তংয়া
নুগুইন তংগ তাইব ওয়ানস্থকমুং খালাই
তাইব ভাবিমুং খালাই।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—ওগো সোহাগের প্রতিমা, দেখতেই পাচ্ছ শিশুকাল থেকে মাতৃস্নেহ বঞ্চিত। স্নেহ বঞ্চিত তৃষিত কবিপ্রাণ পত্নীর প্রেম-ভালবাসা দিয়ে জুড়াতে চাইছেন। তাই পত্নীকে অনুরোধ করছেন, কবির আশৈশব অসহায়তার কাহিনী তিনি যেন আরও গভীর ভাবে বিবেচনা করে দেখেন।

হাপুং মাইগনা তাংগুই চাথানি,
তুইবুক আগনাং সারুই চাথানি,
য়্যাক বাই য়্যাক কাইছা তাংগই চাথানি,
হুনজালাইনাব নাংগ।
সাজলাইনাব নাংগ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ— ঘর সংসার করে খেতে গেলে পতি পত্নীর মধ্যে কখনো কখনো ক্ষনিক মতান্তর হওয়া বিচিত্র নয়। বরং এটাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই কবি কয়েকটি পারিপার্শ্বিক উদাহরণ দ্বারা পত্নীর চিন্তাধারাকে বাস্তবানুগ পথে পরিচালনায় প্রয়াসী হয়েছেন।

হাপুং······ নাংগ—শষ্যপূর্ণ বিশাল জুম করে কুলিয়ে খেতে গেলে, মৎস্যপূর্ণ জলাভূমি সিঁচে মাছ খেতে হলে কিংবা পরস্পর হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে খেতে গেলে কখনো সখনো পারস্পরিক সামান্য বাদানুবাদ হওয়াই স্বাভাবিক।

হাপুং মাইগনাং—ধানঅলা বৃহৎ জুম। তুইবুক আগনাং- মৎস্যপূর্ণ পাহাড়ী নদী বা ছড়া। য়্যাক বাই য়্যাক কাইছা— হাতে হাত মিলিয়ে, সমবেত ভাবে।

লেখানি ছায়া, পণ্ডিতনি ছায়া—
রাজানি মায়ুং য়্যাকুং য়্যাবুরুই
য়্যাছালে কাইছেলে জাঅ।
মায়ামি ককন হিনই ছাতানি
কিছালে দেড়াএ জাঅ।
খুক্ বাইসে হুনফান খাবাই হিঁয়াখ!
বাহাই নুং জলেই থাংকা।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :— কতিপয় বাস্তবানুগ জাগতিক নিয়মনীতির প্রতি পত্নীর দৃষ্টি আকর্ষণ ছলে কবি বলছেন, লেখানি··· ছায়া—উদ্ধৃত নিয়মগুলো জ্যোতিষ বচনার্থ কিংবা পণ্ডিত ব্যক্তির পাজি থেকেও উদ্ধৃত নয়।

এগুলো অবশ্যম্ভাবীরূপে নিত্যই ব্যক্তি জীবনে সংঘটিত হচ্ছে। পতি পত্নীর লীলাময় দাম্পত্য জীবনও জাগতিক নিয়মনীতির পরিমণ্ডলের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। হাসি-কান্না দাম্পত্য জীবনাচারেরই দুটি সোপান বিশেষ। তাই দাম্পত্য জীবনাচারে জাগতিক নিয়মনীতির প্রতিফলনও অপরিহার্য।

জগতে অসংখ্য স্থির নিশ্চিত বিষয়েও অনাকাঙ্খিতরূপে লুকিয়ে থাকে বিচ্যুতি, স্খলন-পতন। তাই রাঙ্গানি মায়ুং ......দেড়াও জাঅ-রাজার সুশিক্ষিত হাতীরও কখনো পা পিছলিয়ে যায়। আবার প্রেমপ্রীতির সুরের মাঝেও কখনো বেসুরো বেজে উঠে নেহাৎ অনাকাঙ্খিত — রূপে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখবে — তোমাকে যে তিরস্কার করেছি তা নিতান্তই বাহ্যিক। থুক বাইসে · ...হুঁয়াখ — মুখেই শুধু বলেছি, অন্তর থেকেতো বলিনি। আর তাতেই তুমি রেগে গেলে !

বাবু থুইমানি পৌষ থুইজাঅ,
পৌষনি ২৫শা তারিক,
দিনব শনিবার দিন।
মাঘ মাস আষ্ট তারিক বিশুবার দিনন
বাবু তের দিন অংগ।
ফাগুনব থাংগ চৈতর হাফাইঅ
চৈত্র থাংক্লাই বৈশাখ হাফাইখা
বৈশাখ মাসনি ২৪শা তারিক—
প্রাণ যাদুসং নংখরই থাংগ
বিশ লক্ষীন ফার।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :— মনে পড়ছে, পৌষের শেষের দিকের শনিবারে বাবা স্বর্গীয় হলেন। মাঘ মাসের আট তারিখ বাবার অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ হল। দেখতে দেখতে ফাগুন গেল, চৈত্র এল। চৈত্রের পর নিদারুণ বৈশাখ এল। বৈশাখ মাসের চব্বিশ তারিখ প্রাণপ্রিয়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গৃহ থেকে গৃহ লক্ষ্মীর অন্তর্ধান হল।

তের দিন অংগ — চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ তের দিন মৃতাশৌচ পালন করে থাকেন। এয়োদশ দিবসে মৃতের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বাবু তের দিন অংগ অর্থাৎ এয়োদশ দিবসে বাবার অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ হল।

প্রাণ যাদু সং— প্রাণের তুল্য প্রিয় প্রেমিক বা প্রেমিকা। বিশলক্ষীন ফার— বৈশাখ মাস বিষুব সংক্রান্তির মাস। গৃহীরা এ মাসটিকে শুভ এবং পবিত্র বলে গণ্য করে। এ মাসেই গৃহলক্ষ্মী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল বলে

পত্নীর নাম 'বিশলক্ষ্মী' রাখা হয়েছে। গৃহস্থল থেকে গৃহলক্ষ্মীর অন্তর্ধান হলে যেমন গৃহস্থল হৃত সৌন্দর্য হয়, তেমনি বিরহ কাতর কবির সংসারও আজ হৃতশ্রী, হৃত গৌরব।

এরেং থানিন বাবু থুইমানি ওয়ানামা কাকয়া
য়্যাগ মাইস্নুকদি হিনই, য়্যাগ তই খকদি হিনই
চুংন সাকবেরই কাবু।
নুগুইলে খাকাময়াদা?
খ্‌নাইলে খাকাময়াদা?
বেড়া বেসেরতুই সাতুং ককপ্রাতুই
সাকুর থুই ককনাইজুগবা!
য়্যাগনি কমলা তাম খাইনানি
করমলুলুকজুগবা, কমলা গুটাজুগবা!

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :—অভিভাবকের বিয়োগে সংসারের গুরু দায়িত্ব অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে যুগপৎ ভয় ও চিন্তার সঞ্চার করে। তাই কবি বলছেন, এমনিতেই মনে দুশ্চিন্তা লেগেই ছিল। তদুপরি ঘর গেরস্থালীর যাবতীয় কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে চলে গেলে। ওগো সূর্যালোক বরণী, ওগো দুধে আলতা বরণী, আমার দুঃখের কাহিনী তোমার হৃদয় মথিত করছে না কি? ওগো রূপবতী, তোমার রূপৈশ্বর্যের মর্যাদা কিভাবে রক্ষিত হবে ভেবে পাচ্ছিনা।

য়্যাগ মাই·· ··· খকদি হিনই—স্ত্রী চলে যাওয়াতে পানীয় জল ভরা, ধান কুটা ইত্যাদি যাবতীয় ঘর গেরস্থালীর মেয়েলী কাজগুলোও (যা নাকি একজন পুরুষের পক্ষে অনভিপ্রেত এবং বিরক্তিকর) করতে হচ্ছে। এখানে যুগপৎ মানসিক ও শারীরিক দুঃখ কষ্টের ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

বেড়া ·· ·· ককপ্রাতুই—কখনো কখনো বাঁশ দ্বারা তৈরী (বাঁশ থেতলিয়ে 'তরজা' করে যে বেড়া তৈরী করা হয়) বেড়ার ছিদ্র পথে এক টুকরো সূর্যালোক ঘরের অভ্যন্তরে এসে আছড়ে পড়ে। ঠিকরে আসা সূর্যালোকের ভগ্নাংশটুকু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পতিত সূর্যালোকের চেয়ে তীব্রতায় এবং ঔজ্জ্বল্যে অধিকতর পরিস্ফুট বলেই প্রতিভাত হয়। কবি প্রেয়সীর গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য ছিদ্রপথে বিচ্ছুরিত সূর্যালোকের সহিত তুলনা করেছেন।

সাকুর ····· ককনাইজুগবা—দৈহিক সুস্থতা নরনারীর স্বাভাবিক গাত্র বর্ণকে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য দান করে। সুস্থ দেহী গৌরবর্ণ নরনারীব দেহাভ্যন্তরের রক্ত যেন গাত্রচর্ম ভেদ করে ঠিকরে বেরিয়ে আসে মনে হয়। শ্বেত শুভ্র দুগ্ধে যেন খানিকটা আলতার মিশ্রণ। প্রেয়সীর হৃদয়গ্রাহী দেহকান্তির সহিত কবি শ্রীরাধিকার দৈহিক বর্ণের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

য়্যাগনি কমলা তামখাইনানি—উজ্জ্বলবর্ণ, নিটোল একটি কমলা গোটা নিঃসন্দেহে মনোমুগ্ধকর ও লোভনীয়। সৌন্দর্যের পূজারী, রূপমুগ্ধ কবি হৃদয়ে প্রেয়সীর রূপ মাধুর্যও অনুরূপ আবেদন নিয়ে উপস্থিত। এ অপরূপ মাধুর্য প্রতিমা একান্ত ভাবেই কবির নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু রূপমুগ্ধ কবি এ অপরূপ রূপ প্রতিমাকে কোথায়, কিভাবে স্থাপন করলে যথাযথ মর্যাদা রক্ষিত হবে ভেবে পাচ্ছেন না।

মুখাংন নাইদা খা হাবয়া তংন,
মুখাং বতাসারকন !
খুনাইন নাইদা খা হাবয়া তংন,
বাবারী কাটাজুগন !
খাজুন নাইদা খা হাবয়া তংন,
খাজু তাখুমতইজুগন।
বুয়ান নাইদা খা হাবয়া তংন,
বুওয়া মিশ্রিকাটাজুগন।
খুঞ্জন নাইদা খা হাবয়া তংন,
সিপিংবার বুবাররকন।
মকলন নাইদা খা হাবয়া তংন,
মকল মুখ ওয়ানজইজুগন।
খাজান নাইদা খা হাবয়া তংন,
বাংতুরুং খাজারকন।
য়্যাকতুকন নাইদা খা হাবয়া তংন,
য়্যাকতুক মুয়াছক্‌জুগন !
য়্যাসিন নাইদা খা হাবয়া তংন,
য়্যাসি মুয়াছকজুগন !

বুচাংন নাইদা খা হাবয়া তংন,
কুয়ুংমা বচাংজুগন !
য়্যাকুংন নাইদা খা-হাবয়া তংন,
য়্যাকুং সিলাইফুংরকন ।
য়্যাফাতক নাইদা খা হাবয়া তংন,
য়্যাফাতক খুতুইরকন !

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—বধূয়ার রূপে রূপমুগ্ধ বৈষ্ণব কবির ন্যায় রূপমুগ্ধ কবিরও "রূপলাগি আঁখি ঝু র, গুণে মন ভোর।" বিরহ কাতর তাপিত অঙ্গ বধূয়ার শীতল অঙ্গের স্পর্শে জুড়াবার জন্য কাঁদছে। তাই কবি বধুয়ার অপরূপ অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্ণনায় বিভিন্ন উপমার আশ্রয় নিয়েছেন।

বাতাসার ন্যায় গোলাকৃতি মুখমণ্ডল, কোঁকড়ান কেশরাজি, ডিম্বাকৃতি, কবরী, মিশ্রিখণ্ডের ন্যায় ধবল সুবিন্যস্ত দন্তরাজি, তিলফুলের ন্যায় কর্ণযুগল, বাঙ্গালী ললনার ন্যায় চোখ-মুখ, 'বাংতুরু' পোকার ন্যায় সমুন্নত বক্ষদেশ, হস্ত যুগল ও অঙ্গুলি সমূহ বাঁশের কোঁড়ের ন্যায়, 'কুয়ুংমা' পোকার ন্যায় ক্ষীণ কটি, বন্দুকের গাদার ন্যায় পদযুগল, হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি অংশের পশ্চাদ্ভাগ নৌলিতে (চরকায় সুতা জড়ানোর জন্য ব্যবহৃত টাকু) জড়ানো সূত্র পিণ্ডের ন্যায় ডিম্বাকৃতি সৌন্দর্য সম্পন্না রূপবতীকে ভাল না বেসে কি থাকা যায় !

মুখাং ....বতাসারকন—বাক্যটি ইতিবাচক ভাবসমৃদ্ধ, প্রশ্নবোধক স্বগত উক্তি। এর অর্থ বাতাসার ন্যায় মুখমণ্ডল দেখে কি পছন্দ না করে থাকা যায় ! অর্থাৎ বাতাসার ন্যায় পরিপূর্ণ বৃত্তাকার নয়, অথচ লাবণ্য যুক্ত মুখশ্রী ভালবাসার উদ্রেক করে। হৃদয়কে ভালবাসতে উদ্দীপ্ত করে। উদ্ধৃতাংশে অপরাপর বাক্যগুলোও ইতিবাচক ভাব সমৃদ্ধ প্রশ্নবোধক স্বগতোক্তি !

খাজান ......খাজারকন—সচরাচর পার্বত্যাঞ্চলে সমুন্নত বক্ষদেশ 'বাংতুরুং' নামে এক প্রকার পোকা দেখা যায়। কবি প্রেয়সীর সমুন্নত কুচযুগল সম্পন্ন বক্ষদেশকে 'বাংতুরুং' পোকার বক্ষদেশের সহিত তুলনা করা হয়েছে।

য়্যাকতকন…… … য়্যাসি মুয়াছকজুগন—হস্ত এবং হস্তস্থিত অঙ্গুলি সমূহকে কবি বাঁশের কোঁড়ের (করুল) সহিত তুলনা করেছেন। বাঁশের কোঁড় যেমন মূলদেশ থেকে সামঞ্জস্য পূর্ণ রূপে ক্রমশ সরু হয়ে উঠলেই সুন্দর দেখায়। কবি প্রতিমার হস্ত ও হস্তস্থিত অঙ্গুলি সমূহ বাঁশের কোঁড়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং হৃদয়গ্রাহী।

ব্‌চাংন………বচাংজুগন - নারীদেহের কাঠামোগত সৌন্দর্যের নিরিখে ক্ষীণ কটি পরিপূর্ণ দৈহিক সৌন্দর্যের একটি শর্ত। পংক্তিটির অর্থ, বনের 'কুয়ুংমা' পোকার (ক্ষীণকটি সম্পন্ন এক প্রকার বনজ পোকা) ন্যায় ক্ষীণকটি সম্পন্না কবির কাব্যাঙ্গনা।

য়্যাকুংন ….. সিলাইফুংরকন—এখানে 'য়্যাকুং' অর্থে বস্তিদেশ থেকে সুরু করে পদতল পর্যন্ত বুঝতে হবে। বন্দুকের গাদার মূলদেশ যেমন চেপ্টা ও প্রশস্ত এবং ক্রমশ সামঞ্জস্য পূর্ণ সামনের দিকে সরু, কবি প্রতিমার পদযুগলও তদ্রূপ। সিলাইফুং—বন্দুকের গাদা, বন্দুকের কাঠের তৈরী হাতল অংশ।

য়্যাফাতক… .. খুতুইরকন— য়্যাফাতক— হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত অংশর পশ্চাদভাগ। খুতুই—টাকুতে বা নৌলিতে জড়ানো মূলদেশ স্ফীতকায় এবং ক্রমশ সরু করে জড়ানো ডিম্বাকৃতি সূত্র পিণ্ড। পংক্তিটির অর্থ, হাটু থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি অংশের পশ্চাদভাগ ডিম্বাকৃতি সূত্র পিণ্ডের ন্যায়। এ হেন সর্বাঙ্গীন দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী স্বভাবতই হৃদয়কে আকর্ষণ করে।

আচুক তংখ্‌লাই বাক্স বেরাতুই
বাচাই তংখ্‌লাই সিলাই সংচাতুই
লব লকথায়া, তরব তর থায়া
চুকমা তখুলুজরা—
বর্ণন নাইদা খা হাবয়া তংন,
নানায়া নাগর সংন, রাধিকা বর্ণজুক্‌ন
য়্যাকনি য়্যাসিতাম দেবীনি কায়া
থুইব আং নন কারয়া।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা —ঃকবি প্রেয়সী যখন বসে থাকেন তখন মনে হয় যেন একটি বাক্স বসিয়ে রেখেছে। দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হয় যেন একটি বন্দুক দাঁড়িয়ে আছে। খুব বেশী দীর্ঘাঙ্গীও নয় আবার খুব বেশী মেদ বহুলও নয়। উচ্চতা প্রায় কবির বগল সমান। শ্রীমতী বর্ণ সদৃশা এ হেন প্রতিমাকে ভাল না বেসে কি পারা যায়! ওগো, দেবীর (মহামায়ার) প্রতিকৃতি স্বরূপা হস্তস্থিত অঙ্গুরী, মৃত্যুও তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

আচুক·· ··· সংচাত্‌ই— বসে থাকলে মনে হয় বাক্সের মত বসে আছে, দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হয় বন্দুক দাঁড়িয়ে আছে। বাক্স বসিয়ে রাখলে যেমন চতুর্দিকে সমপরিমাণ ভর নিয়ে সম্পূর্ণরূপে জুড়ে থাকে, কবি প্রেয়সী বসে থাকলেও সেরূপ মনে হয়। আবার পৌরুষ দীপ্ত ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়ালে মনে হয় যেন একটি বন্দুক দাঁড়িয়ে আছে।

লব লকথায়া··· ···তখুলুজরা—অধিক লম্বাও নয়, আবার অধিক বেঁটেও নয়। অর্থাৎ নাতিদীর্ঘ। আবার অধিক মেদ বহুলও নয়। (কবি প্রেয়সীর) দৈহিক উচ্চতা (কবির) বগল পর্যন্ত। তখুলু—বগল, চুকমা — উচ্চতা

রাধিকা··· কারযা—পংক্তিটির অর্থ দুরকম হতে পারে। শ্রীরাধার বর্ণ সদৃশা, কবি পত্নী কবির নিকট মহাদেবীর আশীর্বাদ পূত অঙ্গুরী স্বরূপা। এবং কবির যাবতীয় জাগতিক সৌভাগ্যের মূলীভূত কারণ। এ হেন অমূল্য রত্নকে কবি প্রাণের বিনিময়েও হস্তচ্যুত করতে নারাজ। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধিকার বর্ণ সদৃশা স্বীয় পত্নীর রূপ ও চারিত্রিক গুণাবলীতে কবি অমানবীয় ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই দয়িতাকে জাগতিক যাবতীয় সৌভাগ্যের আকর মৃন্ময় দেহে চিন্ময়ী শক্তির প্রতীক হস্তস্থিত অঙ্গুরীরূপে কল্পনা করেছেন। এ হেন চির প্রার্থিত অমূল্য রত্নে কবির জন্মজন্মান্তরের অধিকার। মৃত্যু জনিত বিচ্ছেদে এ অধিকারের সমাপ্তি হবে না। কারণ কবির এ প্রেম অনন্ত, অবিচ্ছেদ্য।

আচুক সুরাপচা কাকজ্‌লাইমাসে
সালবা কাগতুই হিন-নাই।
সালছা দ্বিপরছা কাকজ্‌লাইমাসে

তালবা কাগতুই হিনাই
ভারিয়া কুকুই সংলে —
বাহাই দিন চালই (কাগখা) ?

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—কবির প্রেম অনন্ত ও অবিচ্ছেদ্য। এ প্রেমে বিচ্ছেদ অকল্পনীয়। তথাপি জাগতিক কার্যকারণে নেমে আসে ক্ষণকালের বিচ্ছেদ-বেদনা। তাই বিরহ বিহ্বল কবি হৃদয়ে প্রিয়তমার প্রতিজ্ঞাগে বিস্ময়সূচক জিজ্ঞাসা।

ওগো প্রেমময়ী ভার্যে, আমাদের মিলন মধুর দিন গুলোতে সামান্য সময়ের অদর্শনে দীর্ঘ পাঁচ দিনের অদর্শন জনিত ব্যথা অনুভূত হত, এক দিবস বা দুপ্রহরের বিয়োগ ব্যথা দীর্ঘ পাঁচ মাসের ব্যথার ন্যায় অনুভব করতে; "তিল আধ না দেখিলে" মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব হত – ওগো প্রেমময়ী, আজ তুমি দীর্ঘ বিরহ বিধুর দিনগুলো কি করে যাপন করছ ?

চুরাই ফাংসিনি খুঞ্জু খুম কাগয়া
বাহাই নুং খুম কানয়াই তংখা ?

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ— পতি নারীর ভূষণ। সে ভূষণে কবি পত্নী আকৈশোর ভূষিতা ছিলেন। অলংকার বিবর্জিতা শ্রীহীন জীবন যাপন নারী মাত্রই দুর্বিসহ।

তাই প্রিয়তমার প্রতি কবির জিজ্ঞাসা, আকৈশোর তোমার কর্ণযুগল কখনও ফুল ছাড়া থাকেনি। আজ কিরূপে অলংকার বিবর্জিত দুর্বিসহ গ্লানিকর দিনগুলো যাপন করছ ?

মায়অ তানমানি পাচল দা পাচল
ছাইচুং নুং বাহাই খা-চর ?

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—এখানে কবি স্বীয় বিচ্ছিন্ন দাম্পত্য জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে মায়ের দ্বারা কর্তিত পাচলের উপমা দিচ্ছেন। দীর্ঘ সরু পাচল খণ্ডকে আস্ত রাঁধা যায় না ; রাঁধার পূর্বে খণ্ড খণ্ড করে কুটে নিতে হয়। কর্তিত বিচ্ছিন্ন 'পাচল' খণ্ডের ন্যায় একক বিচ্ছিন্ন জীবন কিরূপ যাপন করছেন, উপমার মাধ্যমে তাই-ই কবিপত্নীকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। পূর্ণতার মাঝেই সৌন্দর্য—বিচ্ছিন্নতায় নয়। খণ্ডিত পাচলের উল্লেখ দ্বারা তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পাচল, গানথা, পাচর— এক প্রকার সরু কন্দ জাতীয বনজ সব্জী, দেশজ বাংলা নাম 'বন আইট্যা'। তবকারি রাঁধার জন্য উপজাতীয় মহিলাগণ বন থেকে সংগ্রহ করে টুক্‌রা টুকরো করে কুটে নেয়।

নিনি সাকবাকছা চুরি কানফুরু,
নিনি সাকবাকছা খুমবার কানফুরু,
কানা নুং মুচুংখানা।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—তোমাব সমবযসীদেব চুড়ি পরতে দেখে, ফুল গুঁজতে দেখে তোমারও হয়ত ফুল পরতে সাধ জেগে থাকে।

নিনি ...মুচুংখানা— চুবি কানফুরু (চুড়ি পরাব সময) ইত্যাদ বাক্য দ্বারা কবি দাম্পত্য জীবনে সুখী নরনাবীদের প্রতি প্রিযতমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তাদেব অঙ্গ সজ্জা, স্বামীব সহিত মিল মিশে ঘরকন্না দেখে কবি পত্নীরও কখনো কখনো হয়ত স্বামীব সহিত ঘবকন্না করাব বাসনা জেগে থাকে।

ইমাং নুকমাব আইচুগ নুগ,
মুইতু নুং খলাইখানা।
সালছা দ্বিপবছা ঠেকা নাংফুরু
ঠেকা পার খলাইখানা।
জানতি পিরিতিজুগলে।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—শযনে-স্বপনে পত্নী প্রেমে বিভোব কবিকে পতিপ্রাণা দয়িতাও হয়ত অনুক্ষণ ধ্যান করছেন। কবির (ইমাং ...নুগ) নিশাবসানে স্বপ্ন (শেষ রাত্রির স্বপ্ন সফল হয় বলে বিশ্বাস দর্শন হয়ত তাবই ফলশ্রুতি। তাই কবি দয়িতাকে সম্বোধন করে বলছেন, ওগো প্রিয়তমে, তুমি স্মরণ করেছ বলেই হয়ত শেষ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছি। (আমার মত) কখনো কখনো তোমারও হয়ত প্রিযতমের সান্নিধ্য অপরিহার্য মনে হওয়া সত্ত্বেও উতরে গিয়েছ।

জানতি—জান বা প্রাণ নিযে নেয় যে, প্রাণহারিণী, পিরিতিজুগলে-প্রেমিকা।

কুফুরনি বুমা, (সা) কিতি জুগবা
মুইতু খ্লাইনা আন।
চুরি পাইমা বাই, মালা পাইমা বাই
বাইনা পাইমা বাই, রিগনাই পাইমা বাই
গানা কাইবুরুই তাই খকতাম কাঅ।

আনালে কাইবা কাখা।
প্রাণ যাদুবাই কাকলাই তংফুরু
মায়া চুং নাংগুই হরু।
কলিজা বুদুল সংন।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ— নিটোল দেহী কুফুরের (একটি সন্তানের নাম) মা, তোমারও হয়ত আমাকে মনে পড়ছে। হয়ত মনে পড়ছে, সেই তিন টাকা চার কি পাঁচ আনা দিয়ে চুড়ি, মালা, শাড়ী ইত্যাদি বিভিন্ন (সখের , জিনিষ পত্তর কেনার কথা। আজ প্রাণ প্রতিমের সাথে বিচ্ছেদের ক্ষণে সে সব স্মৃতি আমার হৃদয়কে মথিত করছে।

বাইনা— বায়না ; আবদার। মায়া—মায়া, মমতা। কলিজা বুদুল— হৃদপিণ্ড।

প্রাণ যাদুবাই কুনুই তংফুরু
ইমাং নুকমাব আইচুগ গ।
আংলে মাই চায়া, আংলে তুই নুংযা
অাগই তংফুরু, তাম মাই চায়া,
তাম তই নুংয়া হিনই সুংফুরু,
ইমানি ককন মুকথাং সাক্লাই
ইমাং ফলিঅ হিঁনই কুবুইন কক থামকসাকা।
নাংয়া হিনথিনি, তাবুক নাংখাবা—
তাবুক মা সানাই অখা!
ইমাং নুকমাব আইচুগ নুগ,
তলানি বুওয়া কাগ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—কবি স্মৃতি চারণা করছেন—প্রিয়তমা যখন পাশে ছিল তখনো একদিন এমনি শেষ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছিলাম। ভয়ে আমার

মুখে খাবার উঠছিল না। এমন কি বুকফাটা তৃষ্ণায় এক বিন্দু জলও খেতে পারছিলাম না। আমার ভীতি বিহ্বল, বিমূঢ় ভাব দেখে তুমি কারণ জানতে চেয়েছিলে। জেগে উঠে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মুখ ফুটে বললে স্বপ্ন সত্যি সত্যি ফলে যায় বলে সেদিন আমার বাক্য স্ফুরণ হয়নি। ভেবেছিলাম স্বপ্ন—স্বপ্নই থেকে যাবে, ফলবে না। কিন্তু এখন দেখছি সেই দুঃস্বপ্নটাই সত্যি হল। স্বপ্নটা যখন ফলেই গেল, এখনতো আর বলতে বাধা নেই। সেদিন শেষ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছিলাম—আমার নীচের দাঁত খসে পড়েছে।

ইমাং ······ বুওয়া কাগ – শেষ রাত্রির স্বপ্ন সফল হয় এবং স্বপ্নে নীচের পংক্তির দাঁত খসে পড়া ঘোরতর ভবিষ্যৎ অমঙ্গল সূচনা করে বলে উপজাতিদের বিশ্বাস।

নকনিলে কোনা নকছু মতাইন
চুংব পুন তান্জামানি
তানুই পুন চয়া অংগ—
তাননাই অচাইদা য্যাকথাই করুই,
দা-মাদা সরতি করুই।
ওয়ানাই তংমানি –
হানি ক্চার কালি পুন তানমা
তানই পুন চয়া অংগ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :—'হয়তো ঘরের কোণের কোন 'নকছু' দেবীর রোষ থেকেই এসব হচ্ছে' ভেবে তুষ্টি বিধানের জন্য কালো রংয়ের ছাগ বলি দিয়ে তাঁর পূজো দিলাম। পুরোহিতের (অচাইর) হাতেই জোর ছিল না নাকি দাটাতেই ইস্পাত (ধার) ছিল না—বলতে পারছিনা, বলির পশুটা সম্পূর্ণরূপে কাটা গেল না। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি শিহরিত, ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। তাইতো. বসুমাতার মধ্যস্থলে দেবীর তুষ্টি বিধানার্থ পশু বলি দেওয়া হল, তাও সুসম্পন্ন হল না!

নকনিলে······ মতাইন—উপজাতীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রত্যেক গৃহস্থের বসত ঘরের কোণে একজন কোপন স্বভাবা দেবী অধিষ্ঠিতা থেকে সুযোগ পেলেই গৃহস্থের অনিষ্ট সাধন করে থাকেন। এ দেবীর নাম

'নকছু মতাই'। কবির অমঙ্গল সূচক স্বপ্ন দর্শনের মূলেও হয়ত 'নকছু মতাই'র কোপ রয়েছে। তাই পশু বলির মাধ্যমে দেবীর তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

তানুই ·· ···· অংগ—দেবোদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলি পুরোপুরি কর্তিত না হলে প্রদত্ত পূজা দেবতা গ্রহণ করেননি বলে বিশ্বাস।

হানি ·· ···তানমা—'হানি কৃচার' বলতে পৃথিবীর মধ্যস্থল বুঝাচ্ছে। পৃথিবীর উপরিভাগের যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র বিন্দু স্থির ক্রমে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এলে শেষ পর্যন্ত প্রদক্ষিণকারীকে ওই নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতেই এসে পৌছতে হবে। এই অর্থে ওই নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুটিকেই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলরূপে ধরা যায়। বলি বধ্য স্থানটিকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলরূপে ধরে নিয়ে একটি ভৌগোলিক সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তুমালে অংন, তুমালেসকন ওয়ানাই তংমানি
প্রানযাদুছং নংখরই থাংকা—
আরসে ফলি সিদ!
নাংয়া হিঁনথানি, নাংগই ফাইকাবা
ইমাংনি ককন সাকা।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ— কি হবে কিনা হবে ভেবে পাচ্ছিলাম না। (ভেবেছিলাম, স্বপ্ন কখনো সত্যি হবে না)। কিন্তু এদিকে প্রাণ প্রতিমের সাথে বিচ্ছেদ হল। স্বপ্নটা যে এ ভাবেই সত্যি হবে কে জানত!

চিনি রচনা, চিনি ঘটনা
সাঅই রহরখা চুং প্রাণ যাদুন।
খনাই বুখাঅ চবদি
দখিন গালানি নকবার ফাইক্লাই
উত্তর গালাঅ থাংগ,
বছর ফিরগই বৈশাখ হাপখ্লাই,
নবার ফিরগই ফাইঅ।
ফিরগছিদি দেশ নুং।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :– আমাদের দাম্পত্যজীবনের কাহিনী তোমাকে বলে পাঠালাম, মনে মনে বিচার করে দেখো। আর প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখ— দখিনা হাওয়া উত্তরে বয়ে যায়। বছর ঘুরে বোশেখ এলে আবার সে হাওয়াই ফিরে আসে। তেমনি তুমিও এবার তোমার ঘরে ফিরে এস।

দখিন··· দেশনুং প্রাকৃতিক নিয়মে দক্ষিণা বায়ু উত্তরে বয়ে যায়। বছর ঘুরে আবার বোশেখ এলে সে বায়ুই আবার ফিরে আসে! প্রথম বারের মত চলে যাওয়াটাই যে চিরন্তন সত্য নয় প্রকৃতিই তা আমাদের বলে দিচ্ছে। যে চলে যায় সে আবার ফিরেও আসে। 'দেশ' অর্থ এখানে কবি পত্নীর ঘর বা গ্রাম বুঝাচ্ছে।

বুফাং বুগুরুং টকেন নাইখাই
টকে পুংয়াসে চাঅ।
মায়—বাবুন তংমা নাইখ্লাই
চুংবা তংয়াসে চাঅ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা : গাছের কোটরে বসবাসকারী এমন যে বিষধর তক্ষক—ওদের দিকে চেয়ে দেখো, ওরাও নীরবেই ঘরকন্না করছে। মা বাবার দিকে চেয়ে দেখো, ওরাও মিশেমিশেই জীবন যাপন করছে। আর আমরা? আমরাই শুধু মিলেমিশে জীবন যাপন করতে পারছিনা।

ওয়াইং খিলিতে, ওয়াইং খিলিতে
ওয়াইছালে রুচাবজাগ।
ওয়ারই মাই তুকত্তে ওযারই মাই তুকত্তে
খবছালে মনকজাগ।
মায় বাবুন হিঁমা নাইখ্লাই
চুংবা হিঁনয়াছে চাঅ।
হাপুং মাইগ্নাং তাংগই চাথানি,
হিনজ্লাই নাব নাংগ, সাজ্লাইনাব নাংগ।
খুক বাইসে হিন, খা বাই হিঁনয়াথ,
বথা তা তুইজাবাদি।
লেখানি ছায়া, পণ্ডিতনি ছায়া,
হিঁনয়া চুং তংগই মঁানয়া।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—দয়িতাকে উপদেশ ছলে একদিকে কবি যেমন বিষধর তক্ষক এবং পিতামাতার আদর্শ নিরুদ্বেগ শান্ত জীবন যাপনের উপমা তুলে ধরেছেন, অপরদিকে ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও যে হতে পারে তারও উল্লেখ করেছেন। এ সংসারে সব কিছুই গাণিতিক নিয়মে বিধিবদ্ধ নয়। কার্য কারণে নিয়মের মাঝেও সময়ান্তরে অনিয়মের ছায়াপাত ঘটে। অনিয়মকেই তখন নিয়ম বলে মেনে নিতে হয়। এটা নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার মাত্র। তাকে আঁকড়ে থাকলে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয়; নেমে আসে ছন্দ পতন তারই প্রতিধ্বনি রয়েছে কবির ভাষায়।

ওয়াইং··· ·· মনকজাগ— (শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে) দোলনা দোলাতে দোলাতে নিজের অজান্তেই কখনজানি গানের সুর এসে যায়। আবার মুখে চিবিযে বাচ্চাকে খাওয়াতে গেলে নিজের অজান্তেই খানিকটা গলাধঃকরণ হয়ে যায় অর্থাৎ পেটে চ:ল যায়।

মায় বাবুন··· ·· চাঅ—মা বাবার দিকে চেয়ে দেখলে ওরা দু'জনে পরস্পর কায়োমনোবাক্যে মতৈক্যের মধ্য দিয়েই জীবন যাপন করছেন। আমরা দু'জনেই শুধু পারছিনা। তাহলেও এওতো সত্যি যে, হাপুং মাইগনাং··· ·· নাব নাংগ—শষ্যপূর্ণ জুম করে কুলিয়ে খেতে গেলে কখনো কখনো পরস্পর ছিঁটেফোটা বাদানুবাদ হয়ে থাকে।

কিন্তু এসব নিতান্তই সাময়িক বিষয়। অন্তরঙ্গ প্রেমের স্বচ্ছ প্রস্রবণ চির মালিন্যমুক্ত। জাগতিক তুচ্ছাতিতুচ্ছের বহু উর্দ্ধে আপন গতিতে প্রবহমান। মার্জনা ভিক্ষার ভঙ্গীতে তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই কবির গানে

খুকবাই·········তুইজাবাদি—যা বলেছি, তাতো শুধু মুখেই বলেছি; অন্তর থেকেতো বলিনি। তুমি মনে ব্যথা নিওনা।

কবি আরও বলছেন, তাঁর এই যে গান, দয়িতার প্রতি এই যে আবেদন তা (লেখানি······ মাঁনয়া) জ্যোতিষ বচনার্থ কিংবা পণ্ডিতের পাঞ্জি থেকে উদ্ধৃত নয়। এ গান হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত।

অগ মাই করুই নন খলাইয়া,

চাংগ রি করুই নন খলাইয়া

খরক ঠক করুই নন খলাইয়া,

বুখ বখাঅ দুখু নাংখা।

আহাই মামাংব তংগই মুং মাঁযা

নগ মুং ফিরগছিদি।

ব মুরা হাচুক সমক্রুক্রু, হাচুক কানানি হিঁনয়া।

সন্দুক রি কুক্কুর কতগ ফানই দেশঅ বেড়াইনা হিঁনয়া।

নুংবাই চুং কুনুই তুইসা কুফুর, ত্ই নুংলাইমানি—

আর চুং নুংগই তংখ।

নন আশাঅই তংখ।

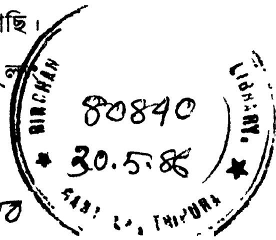
মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ— বাস্তব জীবনে যদিও কবি লক্ষ্মীর কৃপা বঞ্চিত, তথাপি প্রিয়তমা পত্নীর সম্ভাব্য অভাব অনটন দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। পত্নীকে দৈনন্দিন জীবনের কঠিন পরীক্ষাব দিকে ঠেলে দেননি কখনো। গানের মাধ্যমে পত্নীকে তাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন কবি।

অগ মাই··· ·· বেড়াইনা হিঁনয়া—তোমাকে কখনো উপোসী রাখিনি, নিবাবরণ করেও রাখিনি, রুক্ষ কেশেও কখনো থাকোনি (অর্থাৎ সাধ্যমত তোমাকে সুখে বাখতেই চেষ্টা কবেছি)। ধূসর কুযাশাচ্ছন্ন আকাশচুম্বী পর্বতশীর্ষেও তোমাকে চড়তে বলিনি (অর্থাৎ কোন কঠিন কাজ করতে বলিনি) অথবা সিন্দুকে তুলে রাখা ধবধবে কাপড় পরে (বিবাগীর মত) দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াতেও বলিনি। তবু তুমি অন্তরে ব্যথা পেলে! চিরকাল এ নিঃসঙ্গ জীবন ভার তুমি বইতে পারবে না। তাই বলছি, ঘরে ফিরে এস তুমি।

নুংবাই········তংখ—একদিন তুমি আমি যে স্বচ্ছ জলাশয়ের জল পান করেছিলাম, আজও আমরা তাই করছি। অর্থাৎ একদিন তোমার আমার মধ্যে যে প্রেমের পবিত্র বন্ধন রচিত হয়েছিল, আজও তা ছিন্ন হয়নি। (তাই) তোমার আশায় পথ চেয়ে আছি।

নকমা নক কতর, নক ত্লাং ত্লাং

লোমজালে কাঅই ক্লাই তংফুরু



ক্বাটা লেম্বুবাই, রুফাইনি জামবাই
সাব মাই বুতুই রুন !
তিলক ত্ই কচাং ত্ই ম্ঁায়াফুরু
সাব ত্ই হিনই রুন ।
মকল বেংস্নাল স্ংজাগ অংগই থাংফুরু,
বুওয়া খরমপুই অংগই থাংফুরু,
য়্যাকুং জাংগ্লা সুরজাগ থাংফুরু
সাব ম্খাং নাসিগই কাপন ?
খুরি হিকগনাং মায়ানি গনাং
মায়া নাংতুই দে নাংন ?
বুইবা বরলে নাংন ?

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা : পতি পত্নীর অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধন পারস্পরিক দেয়া নেয়ার সূত্রে আবদ্ধ। উৎসবে-ব্যসনে একে অপরের হৃদয়ে যোগাবে শান্তি, স্বস্তি। পতির স্নেহ-মমতা নিশিদিন পত্নীকে আগলে রাখবে। পত্নী দেবে পতিকে অকৃত্রিম সেবা ও সান্নিধ্য। উভয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় জীবন পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাবে। পত্নী বিরহ কাতর কবি স্বীয় অসহায় মুহূর্তে পত্নীর উপর পরম নির্ভরতার চিত্রটি তুলে ধরেছেন উদ্ধৃত পংক্তিগুলোতে

নকমা ....হিনই রুন ।—প্রকাণ্ড একটি ঘরে জ্বর বিকারগ্রস্ত কবি নিতান্তই যখন অসহায় হয়ে পড়ে থাকবেন, রূপোর বাটিতে পাতি লেবু সহযোগে (স্ত্রী ব্যতীত) কে আর তখন পথ্য যোগাবে ! কিংবা প্রচণ্ড তৃষ্ণায় কেইবা 'তিলক' থেকে সুশীতল জল এনে দেবে !

নকমা নক কতর—বিশাল ঘর। নকমা এবং নককতর একই অর্থবহ শব্দ। বিশেষভাবে ঘরের বিশালত্ব বুঝানোর জন্য শব্দ দুটিকে একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। সুউচ্চ প্রকাণ্ড একটি ঘরে একাকী একজন অসুস্থ ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা অধিকতর বাড়িয়ে তোলে বলে প্রকাণ্ড ঘরের উল্লেখ করা হয়েছে।

নকত্‌লাং তলাং—সুউচ্চ ঘর, কাটা লেম্বু—চির করা লেবু বা লেবুর টুকরো, জাম—বাটি বিশেষ, মাইবুতুই—ভাতের লেই, ভাত বার্লির মত পিষে তৈরী করা রোগীর পথ্য, তিলক—লাউয়ের শুকনো খোসা, যাতে উপজাতিরা পানীয় জল ধরে রাখে। এতে তুলে রাখা জল বেশ ঠাণ্ডা থাকে।

মকল······ বরলে নাংন— (কবির জীবনে এমন দিনও আসতে পারে, যখন তাঁর) দৃষ্টি শক্তি অস্পৃষ্ট হবে, দাঁতে দাঁত খিচুনি ধরবে, পাগুলো নিথর নিস্পন্দ হবে। অর্থাৎ কবি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। সেদিন প্রিয়তমা ব্যতীত কে আর মুখ পানে চেয়ে চেয়ে কাঁদবে! একমাত্র অঙ্কশায়িনী অকৃত্রিম ভালবাসার আধার জীবন সঙ্গিনীর পক্ষেই তা সম্ভব। সংসারের অপরাপর স্বজন পরিজনের ভালবাসা পত্নীর ভালবাসার তুল্য হয় কি ? - হয়না। তাই ওদের এতটুকুন লাগবারও কথা নয়। (কেননা, ওদের ভালবাসা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ; পত্নীর ভালবাসার ন্যায় নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম নয় ।

ভায়াপ সাকবাকছা ভায়াপ খাতিনি
সালসা হুনতিনি সালতামছে নাংনু।
ভায়াপবা বুছুক নাংনু ,
তাথুক তুরন্ত মায়ানি গ্‌নাং
বব সালবুকুই হামনু নাংনু
বুছুকলে মাঁয়া নুংনাই ?
তাথুক হামমানি রাং সলক।
বুথুক হামমানি মাই সলক।
বাইথাং হামমালে থুইয়াছা হাম।
চিনি ওয়ানামা অর, চিনি ভাবিমুং অর।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :—এখানে কবি দাম্পত্য প্রেমের জয় গানের পতাকা উড়িয়েছেন। এ সংসারে ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনদের ভালবাসা, প্রীতি-প্রণয় স্বার্থ প্রণোদিত। আর স্বার্থ প্রণোদিত বলেই তা ক্ষণ ভঙ্গুর। যাবতীয় তুচ্ছাতিতুচ্ছতরার ঊর্দ্ধে চির ভাস্বর দাম্পত্য প্রেমের সাথে এ তুলনা হতে পারে না। পতির প্রতি পত্নীর বিপরীত ক্রমে পত্নীর প্রতি পতির প্রেম আমৃত্যু অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবহমান।

ভায়াপ………মাই সলক—বন্ধু বান্ধবই বল, প্রীতি প্রণয়ীদের কথাই বল, তাদের ভালবাসাও বড়জোর দু'তিন দিনের। বন্ধু-বান্ধবদের এর চেয়ে বেশী আর কতটুকুই হবে। এমন যে অকৃত্রিম স্নেহের আধার অগ্রজ সহোদর, তার স্নেহও দিন চারেকের অধিক বৈ তো নয়। জ্যেষ্ঠ সহোদর টাকা ধার পেতে আর অনুজ চাল (ধান) পেতেই অধিকতর আগ্রহী। কিন্তু আত্মজনের (পতি বা পত্নীর) ভালবাসা আমৃত্যু পবিত্র এবং মঙ্গলকারী। এ বিষয়টাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

বাইথাং—নিজ, স্বীয়, আত্মজনের, এখানে পতি বা পত্নী পরস্পরের, হামমালে—ভালবাসা, থুইয়াছা হাম—আমৃত্যু পবিত্র এবং মঙ্গলজনক।

বাবু ওয়ামানি নখাই
ওয়াঅ ঘুরিঅ, ওয়াঅ ঘুরিঅ
ওয়াঅ ঘুরিঅই থাকতই—
সালনুই দ্বিপরছা চুং ভাবিতিরই
ভাবি ঘুরিঅই থাগখা।
নুংলে বুরুইবা ভাবিজায়ানা আস্থক।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—বাবা যেমনটি চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 'নখাই' বুনে (বয়ন) থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় এসে থেমে যান; তেমনি আমিও দুদিন এক দুপুর বিষয়টির চারদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করতঃ এক জায়গায় এসে থেমেছি। অর্থাৎ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। তুমি মেয়ে মানুষ বলে ততটুকু তলিয়ে দেখনি হয়তো।

এখানে 'নখাই' বয়নের মাধ্যমে কবি ইঙ্গিতে বাবা মায়ের আদর্শ জীবন পরিক্রমার উল্লেখ করেছেন।

নখাই—সুদৃশ্য করে বোনা মাথায় বয়ে নেবার এক প্রকার চুপড়ি বা খাচি। এরই রকম ফের 'লাংগা'।

আন খিবিঅই সাই হিনই নাইব,
বুরুইলে হামতা নাইয়া।
নন খিবিঅই খুড়ি হিক নাইব,
আংলে চ্লা হামতা নাইয়া।

স্কাং মাইখালাই, মাইকুফুরয়াদা,
চাঅই খা কুচাংয়াদা।
স্কাং ত্ই তিলক ত্ই কুচাংয়াদা,
মুংগই খা কুচাংয়াদা!
নন খিবিঅই বুইন নাখাইব
অংগ্লাক বামন য়্যাক খাঅই রিতুই—
বখাঅ স্থং ভাবিনানি।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—গভীরতম চিন্তার দ্বারা কবি স্বীয় বিচ্ছেদপূর্ণ জীবনের ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণ করেছেন। এবং পত্নীকেও অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে বলছেন, আমাকে ছেড়ে অপর কাউকে পতিরূপে বরণ করে নিলেও তোমার নারীত্বের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে না। (বিপরীতক্রমে) তোমাকে ছেড়ে অপর কাউকে অংকে নিলেও আমি পুরুষোত্তম বলে বিবেচিত হব না। (যে ব্যক্তির) প্রথম বার পরিবেশিত ভাত খেয়ে এবং 'তিলক' থেকে প্রথমবারের মত জল পান করে হৃদয় অতৃপ্ত থেকে যায়—দ্বিতীয়বারেও তার হৃদয় তৃপ্ত হয় না। তেমনি তোমাকে ছেড়ে অপর কাউকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেও বামুন পুরোহিত যেমনটি হাতে হাত বেঁধে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তেমনটি আর হবার নয় বলেই মনে করছি।

স্কাং··· ··কুচাংয়াদা ;—যে পাত্র থেকে প্রথমবাব পরিবেশিত ভাত খেয়ে (ভাতগুলো স্বচ্ছ কিংবা ঝরঝরে নয় বলে) আহার্য গ্রহণকারীর হৃদয় তৃপ্ত হয়না, দ্বিতীয়বার সে পাত্র থেকেই ('এক হাড়ির ভাত দুরকম হয়না' বলে) পরিবেশিত ভাত খেয়েও অন্তর তৃপ্ত হবে না। আবার একটি 'তিলক' থেকে প্রথমবার জল পান করে (জল সুপেয় কিংবা সুশীতল নয় বলে) হৃদয় তৃপ্ত না হলে দ্বিতীয়বার ওই একপাত্র থেকেই জল পান করেও শান্তি পাওয়া যায় না। বাক্যটির নিহিতার্থ হল—যে ব্যক্তির প্রথমবার বিবাহ বন্ধন সুখকর নয়, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণেও তা সুখকর হয়না।

মাইখালাই—মৃতের প্রতি পরিবেশিত অন্ন, শ্রাদ্ধ। এখানে শুধু পরিবেশিত অন্ন অর্থে।

মায়ব হিঁন হামদি, বাবু-ব হিঁন চা-দি,
চুংসে হামজানা মাঁয়া চুংসে চাজানা মাঁয়া।
তাখুক দুরন্ত মায়ানি গনাং ব ব হামদিন হিঁন,
চুংসে হামজানা মাঁয়া।
থাইপুং থাইমানি মুছি দা মুছি
চাতিরুমানি দশি।
মানি দুশিয়া, ফানি দুশিয়া
সাকনি ক-রম দুশি।
গাতি খামানি য়ংগ্লা ততে
কাইথ স্ইমানি মতে।
হাময়া তা হিনদি বুইন
বাড়িয়া নাগর্ সংন।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :—কবি উপলব্ধি করছেন—খণ্ডতায় নয়, পূর্ণতায় ঘটে জীবনের বিকাশ। বিচ্ছেদ অনভিপ্রেত, মিলনই চিরকাঙ্খিত। বিচ্ছেদ অনাকাঙ্খিত হলেও ভাগ্যলিপির অমোঘ বিধানে কখনো বিচ্ছেদকেই আমাদের বরণ করে নিতে হয়।

তাই কবি গাইছেন—প্রিয়তমে, জন্মদাতা জনক কিংবা জননী কারো কারণেই নয়, স্বীয় অদৃষ্টের কারণেই আমাদের যত দুঃখ ভোগ। মা-বাবা দুজনেই বলেন, মানিয়ে চল, মিলেমিশে খাও ; স্নেহ প্রবণ বড়দাও তো তাই-ই বলেন। কিন্তু আমরাই মানিয়ে চলতে পারছিনা, মিলেমিশে খেতে পারছিনা। এমন যে বৃহদাকার কাঁঠাল, অদৃষ্ট বৈগুণ্যে তাকেও কত ছোট হয়ে জন্মাতে হয়। (নিয়তির নির্মম বিধানে) প্রদীপের সলতেকেও দগ্ধ হতে হয়। ঘাটের পাশের ক্ষুদ্র ব্যাঙাচির জীবনও অদৃষ্ট লিপির বিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

মুছি—কাঁঠালের ছোট কড়া বা কুঁড়ি, মুছি ; দশি—সলতে, দশি ; ক-রম—অদৃষ্ট, কর্ম, সাকনি ক-রম দুশি—স্বীয় অদৃষ্টই দোষী, গাতি খামানি—ঘাটের গোড়ার ; কাইথ স্ইমানি মতে - বিধাতা পুরুষ যেরূপ লিখে দিয়েছেন তদনুযায়ী।

তকসা চায়ানি মুরারি মাইন
চায়ছে দিন কাটিঅ ইতংগ,
তকসা ছিনিয়া হাতিয়া মাইন
চাইছে দিন (কাটিঅই) তংগ।
চামানি গান্থা, কানমানি গুণদা
তংজা অ দান্দা পিন্দা—
হানি তামসা দেশনি স্থওয়াং
আং কাইছাজাসে তংগ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—অদৃষ্ট লিপির বিধান দুর্লঙ্ঘ্য। ঘাটের পাশের ব্যাঙাচি থেকে সুরু করে যাবতীয় প্রাণীকুল প্রতিনিয়ত নিয়তির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত। কবির জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। নিয়তির নির্মম বিধানেই কবির জীবন আজ বিপর্যস্ত। সে কারণেই তিনি আজ শ্রীহীন দুর্বিসহ জীবন যাপন করছেন।

তকসা… · ……তংগ—টিলা বা মুড়াভূমির প্রান্তস্থিত ধান যা (সচরাচর মুখরোচক নয় বলে) পাখিরাও এড়িয়ে যায়, যে আউশ ধান (বিস্বাদ বলে) পাখিদেরও মুখরোচক হয় না, অতি নগন্য সজীরূপে বিবেচিত 'গান্থা' ইত্যাদি খেয়ে এবং অতি দীনহীন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে কবি দিনাতিপাত করছেন। দেশের মধ্যে একমাত্র কবিই এরূপ অস্থিত জীবন যাপন করছেন বলে দেশবাসীর হাস্যোদ্রেক হচ্ছে।

তকসা …হাতিয়া মাইন—টিলা বা মুড়াভূমির প্রান্তস্থিত ধানগুলো ক্ষেত্র মধ্যস্থিত ধানের ন্যায় রৌদ্রাদির অভাবজনিত কারণে তুলনামূলকভাবে সুপক্ক হয়না বলে সুস্বাদু হয়না। তাই পাখীরা এড়িয়ে যায়।

তকসা ·· ··· হাতিয়া মাইন—ষাটদিনে ফলে বলে বর্ষাকালীন ধানকে 'ষাটিয়া' বা 'হাটিয়া' ধান বলে। ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে যে সব ধানের ছড়াগুলো অন্য ধানের নীচে চাপা পড়ে, রোদের অভাবে সেগুলো সুপক্ক হতে পারে না বলে সুস্বাদু হয়না। আর নীচে পড়ে যায় বলে পাখিরাও সেগুলো দেখতে পায় না। স্বভাবতই এগুলো মুখরোচক নয় বলে পাখিরাও এড়িয়ে চলে। আজ দুরদৃষ্ট বশতঃ কবিকে এ জাতীয় নিকৃষ্ট খাবারও খেতে হচ্ছে।

চামানি ···দান্দাপিন্দা—সব্জীকুলে কৌলিন্যহীন গাম্থা বা পাচল (দেশজ নাম 'বন আইট্যা') এক জাতীয় বনজ সব্জী। প্রায় বিস্বাদ সব্জীটি নিতান্ত সংগতিহীন ব্যক্তিরাই সংগ্রহ করে থাকে। বিপর্যস্ত গার্হস্থ্য জীবনে কবি উত্তম সব্জী উৎপাদন বা সংগ্রহ করতে না পেরে তৎপরিবর্তে কৌলিন্যহীন গাম্থা দ্বারা কোন প্রকারে উদর নিষ্পত্তি করেছেন এবং নিতান্ত দীনহীন পোষাক পরিচ্ছদে দিনাতিপাত করছেন। দেশের মধ্যে একমাত্র কবিই এরূপ অস্থিত জীবন যাপন করছেন বলে •দেশবাসীর হাস্যোদ্রেক হচ্ছে।

দেশনি বুছান সুন্দুক রি কুফুর
কতগ ফানই কংগই খুলুম আংলে!
য়্যাকসি সাতরাই তুয়ই
য়্যাগরা ধূগল তুয়ই
কংগই খুলুম আংলে
বাক্য রহাদি আন।
খাচা মালতি মাই মতময়াদা,
চায়া অকসুকমা হাম।
প্রাণ যাতুবাই তব কাকনি হাময়া।
ওয়াখর বিসিংনি চিবুক, সিন্দ্রাই
বিসি ককুই দা বতং
চুরাই ফাংসিনি মালাই ফাইমানি,
বাহাই মায়া নাংলায়া তংনুং!

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—মানসিক বিপর্যস্ত কবি গলবস্ত্রে বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের নিকট ইতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সহায়তা প্রার্থনা করছেন। তৎসহ গানের ভাষায় উপমার মাধ্যমে আবাল্য প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনের দৃঢ়তা মনে করিয়ে দিচ্ছেন প্রিয়তমাকে।

সিন্দুকে রক্ষিত শুভ্র বস্ত্র কণ্ঠে জড়িয়ে ডান হাতে ধূপিকা এবং বাঁ হাতে ধূপক নিয়ে অবনত মস্তকে দেশবাসীর আদেশ প্রার্থনা করছি। সুরভিত মধুমালতী (খাসা) চাল সুস্বাদু ও লোভনীয়। এ হেন প্রিয়বস্তু

না খেয়ে উপোসী থাকাও বরণীয়, কিন্তু প্রাণ প্রতিম প্রিয়তমের সহিত বিচ্ছেদ অসহনীয়। বাঁশের কোটরে সাপ, বিচ্ছু প্রচুর না থাকলেও কিছু হলেও দেখা যায়! আবাল্য মিলন কাহিনী কি করে ভুলে গেলে!

দেশনি বুছান.........রহাদি আন—মানসিক বিপর্যস্ত কবি দেশবাসী জ্ঞানীগুণী সমীপে স্বীয় করুণ অবস্থা বর্ণনা করে সহৃদয় সহায়তা প্রার্থনা করছেন এবং পরম শ্রদ্ধাভরে গলবস্ত্র হয়ে ধূপারতির মাধ্যমে আহ্বান জানাচ্ছেন।

খাচা.........কাকনি হামযা—খাসা বা মধুমালতী চাল সুগন্ধযুক্ত। শুধুমাত্র গন্ধ দ্বারাই তীব্র ভোজনেচ্ছা জাগ্রত করে। এ হেন লোভনীয় বস্তু না খেয়ে বরং উপোসী থাকা যায়; কিন্তু প্রাণ প্রতিমের সহিত বিচ্ছেদ বেদনা কখনো সহ্য করা যায় না।

ওয়াখর ....নাংলায়া তংনুং—বাঁশের কোটরে জল জমে থাকে বলে প্রায়শই সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি প্রাণীর বসবাসের অনুপযোগী হয়। তাই এটি একটি বিরল ঘটনা। বিরল হলেও কচিৎ-কদাচিৎ বাঁশের কোটরেও সাপ, বিচ্ছু বসবাস করতে দেখা যায়। তেমনি নারী হৃদয় যত কঠিনই হোক, নারী জাতির স্বাভাবিক ধর্মানুযায়ী নারী হৃদয় কখনো একেবারে মায়া মমতা হীন হতে পারে না। কিছু না কিছু মমতা থেকেই যায়। তাই বলছি, নারী হয়ে কি করে তুমি হৃদয়হীন হলে! আবাল্য মিলন স্মৃতি কি করে বিস্মৃত হলে!

উদ্দামতা পুরুষ প্রকৃতির ধর্ম। বন্ধন নয়, বন্ধন মোচন এ উদ্দামতার প্রবণতা। অপরদিকে নারী চরিত্র প্রেমের শাশ্বত বন্ধনেই জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পায়। কিন্তু কবি প্রিয়তমার আচরণে নারী চরিত্রের বৈপরীত্য লক্ষ্য করে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে জিজ্ঞাসা করছেন, নারী হয়ে আবাল্য প্রেমের স্মৃতি কিরূপে বিস্মৃত হলে!

ওয়ানজুই বাড়িনি ধনিয়া বকং
খ্নাদি ককনি বখন।
বুমুং দশরথ, বুমুং সুধন্বা, বুমুং অঘোর
বুমুং হেমন্ত। দেশনি চাতিয়াদা?

বারাই তংমান লগরুই মানগ্লাক,
লগুই তংমান বারাই মানগ্লাক,
ছিয়া বরকন ছিরুই মানগ্লাক,
দেশনি জাতিয়াদা ?

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—কবি অবনত মস্তকে ধূপারতির মাধ্যমে স্বীয় সমাজের গণ্যমান্য ও বুদ্ধিজীবীদের উপদেশ প্রার্থনা করছেন।

ওয়ানজুই··· জাতিয়াদা—বাঙ্গালী বাড়ীর ধনে পাতার ন্যায়, চতুর্দিকে সৌরভ বিতরণকারী দশরথ, সুধন্বা, অঘোর ও হেমন্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ প্রকৃতই স্বনামখ্যাত। দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বলকারী প্রদীপ স্বরূপ।

আপনারা প্রকৃত সত্য অবহিত হোন। তিলকে তাল কিংবা তালকে তিল করা যাবে না। কেননা, দেশ ও জাতির সন্তান বলে জাতির মর্ম কথাটি আপনাদের অজ্ঞাত নয়।

ওয়ানজুই বাড়িনি ধনিয়া বকং—গানে উল্লিখিত সম্মানিত ব্যক্তিগণকে 'বাঙ্গালী বাড়ীর ধনে পাতা' বা গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বাঙ্গালী বাড়ীর ধনে পাতার মিষ্টি মধুর সৌরভ সহজেই মানুষের মন আকৃষ্ট করে। সৌরভ বিতরণকারী ধনে পাতা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হলে যেমন স্বকীয় সৌরভে সহজেই ভোজনার্থীর মন জয় করে নেয়, তেমনি উল্লিখিত ব্যক্তিগণও স্বীয় চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা দেশবাসীর মন জয় করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, উল্লিখিত ব্যক্তিগণ স্বকীয় চারিত্রিক মাধুর্যে বাঙ্গালী এবং উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের জনগণের মন জয় করেছেন বলে ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

বারাই·········জাতিয়াদা— দেবজ্ঞানে পূজিত দেশ বরেণ্য ব্যক্তিগণের নিকট সত্য ঘটনাই প্রকাশ করা উচিত। তিলকে তাল কিংবা তালকে তিল করা যাবে না। কেননা, উক্ত ব্যক্তিদের নিকট দেশ ও জাতির মর্ম কথাটি অজ্ঞাত নয়। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইঙ্গিতেই বিষয় বস্তুর তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম। অপর পক্ষে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নয় বলে সহজে বিষয় বস্তুর তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম। এদের সহজে কোন কিছু বুঝানো যায় না।

চেরাই থুংমানি বেনকু-বেজুর
চুংব খুলুম য়্যাকজুর।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—কবি স্বীয় দাম্পত্য জীবনের গতি প্রকৃতি মূল্যায়ণে শিশু সুলভ খেলা 'জোড়-বিজোড়' এর (বেনকু-বেজুর) সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। জোড়-বিজোড় খেলার দান কখনো জোড় আবার কখনো বিজোড় উঠে। কখন জোড় উঠবে, কখন বিজোড় উঠবে তার স্থিরতা থাকে না। তেমনি কবির দাম্পত্য জীবনও প্রাথমিক স্তরে জোড় এবং অন্তে বিজোড় হয়ে গাম্ভীর্যহীন ছেলে খেলায় পরিণত হয়েছে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও শিশু সুলভ জোড় বিজোড় খেলাকেই কবি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। কেননা, জোড়-বিজোড় খেলা যেমনি নিযতই জোড বিজোড় অর্থাৎ মিলন বিরহের দোলায় দোলায়িত, তেমনি মানুষের জীবন চর্চাও নিয়তই মিলন বিরহের দোলায় আন্দোলিত দুদিনের ছেলে খেলার নামান্তর।

হায়া চাতিহা নদী পুরিঅই—
তেন্তুরুই দাড়ি ব্তাং
আচুকদি ব্তাং ব্তাং,
অঞ্চল কমরেড তাইব লুকোরক্
দেশনি বশায়াদে।
চুরাই থুংমানি বেনোকো বেজোর,
আংব খুলুম য়্যাকজোর।
সুন্দুক রি-কতাল কতগ ফানই,
কংগই খুলুমই, কংগই রোয়াঅই
য়্যাকসি সাতারাই তিয়ই,
য়্যাগ্রা ধুগল তিয়ই,
খুলুম হরবাইখা আংব,
বাক্য রুজাদি কিসা।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—কবি কল্পনার আলোকে অবলোকন করছেন, অঞ্চল কমরেড সমেত দেশ ও জাতির প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কবির বিরহ ব্যথা অনুধাবন

করতঃ ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য আঙ্গিনায় সমাগত হয়েছেন। তিনি সমাগত ব্যক্তিদের স্তরে স্তরে প্রদত্ত দেবালয়স্থিত প্রদীপ মালার ন্যায় কিংবা বৃক্ষস্থিত থোকায় থোকায় সুসজ্জিত তেঁতুল ফলের ন্যায় স্তর বিন্যস্তরূপে উপবেশনের জন্য অনুরোধ করছেন। তদনন্তর সমাগত জনসমাজকে দেবতা জ্ঞানে ধূপারতির দ্বারা পূজা করতঃ আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন।

হায়া········ পুরিঅই—যে মন্দিরে চৈতন্যদেবের বিগ্রহ অধিষ্ঠিত, উক্ত মন্দির বা স্থান চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নদীয়া পুরীর মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয় বলে বৈষ্ণব সমাজের বিশ্বাস। ভক্ত বৈষ্ণবগণ উক্ত স্থানকে উৎসবের দিনে প্রদীপ মালায় মালায় সুসজ্জিত করেন।

দেশ ও জাতির প্রাজ্ঞব্যক্তিবর্গের সমাগমে কবির আঙ্গিনাও আজ উৎসব মুখর। সমবেত জনমণ্ডলীকে কবি ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করতঃ আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। অপরদিকে প্রত্যেক সুধীজনকে দেবালয়ে প্রদত্ত স্নিগ্ধ মধুর আলো বিতরণকারী প্রদীপরূপে কল্পনা করছেন।

হায়া—বেদী, চাতিহা—মাটির প্রদীপ, নদী পুরিঅই—নদীয়া পুরী, তেন্‌তুরুই দাড়ি ব্‌তাং—ফলন্ত তেঁতুল গাছের দিকে লক্ষ্য করলে তেঁতুল ফলগুলোকে কেউ যেন সারিবদ্ধরূপে সাজিয়ে রেখেছে বলে মনে হয়। ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ সমবেত জনমণ্ডলীকে তেঁতুল ফলের ন্যায় সারিবদ্ধরূপে আসন গ্রহণের জন্য কবি অনুরোধ জানাচ্ছেন।

পূব সাল কাঅ, পশ্চিম সাল থাংগ,
হাঅ মাইচলই ক্লাই আচাইঅ
আদিননি সত্য তংখ।
দেবগণ মহামায়া সাক্ষী তংখ।
দোয়াই গুরুনি দোহাই, মহাদেব মা দেবীনি দোয়াই
বাক্য রুজাদি কিসা
তকসা চায়ানি মুরারী মাইন
চাঅই দিন কাটিঅই তংগ।
হানি তামসা, দেশনি সুআং
দুঃখ মানইসে তংগ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—জগতের প্রতিটি অনুপরমানু অদৃশ্য নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সৃষ্টি রাজ্যের সব কিছুই যেন কোন এক অদৃশ্য নিয়মের শাসনাধীন। অনাদি কাল থেকে সূর্যের পূর্ব দিকে উদয় এবং পশ্চিমে অস্ত যাওয়া যেমন ধ্রুব সত্য, তদনুরূপ জল, বায়ু ও মৃত্তিকার সংস্পর্শে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের কাহিনীও ধ্রুব সত্য। স্বয়ং সৃষ্টি কর্ত্তার পক্ষেও এ নিয়মের লঙ্ঘন দুঃসাধ্য। কবির ভাষায, সৃষ্টি কর্ত্তাও তাঁর সৃষ্টি রচনায় নিয়মানুবর্ত্তিতা মেনে চলবেন বলে আদ্যাশক্তি মহামায়ার নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ। নিজের নিযমে নিজেই তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ। এ নিয়মের রাজত্বে মনুষ্যকুলের জীবন চর্চাও শৃঙ্খলিত। যেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম সেখানেই দুঃখ, সেখানেই বেদনা। এই উপলব্ধি ক্রমে কবি জীবন চর্চায় বিধাতা পুরুষ নির্দেশিত নিয়মের স্খলনকে মানব জীবনের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের উৎসস্থল রূপে নির্দেশ করেছেন। এ ধ্রুব সত্যটির প্রতি সমাগত সুধী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ কবি বলতে চেয়েছেন, নরনারীর যৌথ, সুস্থিত জীবনও অন্যান্য চিরন্তন জাগতিক সত্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি সত্য বিশেষ। এই আলোকে আনুপূর্বিক বিবেচনার জন্য কবি সমাগত সুধীমণ্ডলী সমীপে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

পূব সাল··· ······সাক্ষী তংখ – পূর্বদিকে সূয উদিত হয় এবং পশ্চিমে অস্ত যায়। জল, বায়ু ও মৃত্তিকার সংস্পর্শে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। সৃষ্টির রাজ্যে এ অনুবর্ত্তন ধ্রুব সত্য। সৃষ্টি রাজ্যে আবহমান কাল অবিরাম গতিতে এ ধ্রুব সত্যটি অনুবর্ত্তিত হচ্ছে। বিধাতা পুরুষও তাঁর সৃষ্ট রাজ্য নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালনার জন্য আদ্যাশক্তি এবং দেবতাগণের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

দোয়াই গুরুনি······ মানইসে তংগ—একক নিঃসঙ্গ জীবন কবির নিকট দুর্বিসহ। তাই একান্ত ভাবে তিনি প্রিয়তমার সান্নিধ্য কামনা করছেন। কবি বলতে চাইছেন, এ জগৎ সংসারের সব কিছুই নিয়মের নিগড়ে শৃঙ্খলিত। সপত্নীক কবিও এ জগৎ সংসারের অন্তর্ভুক্ত। তাই, নিয়মের জগতে কবির জীবনেও অনিয়মের ছায়াপাত হবার কথা নয়। কবির জীবনও বিধাতা পুরুষ অভিপ্রেত নিয়মের শাসনেই চলা উচিত।

তাই কবি পত্নীকে গুরু এবং শিব পার্বতীর (ইঙ্গিতে শিব পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের প্রতি পত্নীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে) দিব্যি দিয়ে একক নিঃসঙ্গ জীবনের করুণ চিত্র এঁকে পত্নীর সম্মতি সূচক বাক্য কামনা করছেন।

আষার মাসনি ৬ তারিখ শনিবার দিন।
আংলে ওয়ানসুগই, আংলে ভাবিঅই
মুকতই ছুংক্লাই লাহা।
আষাঢ় মাসনি ১৪ তারিখ সোমবারনি দিনন
সাল কাঠাছা য়্যাগুল নামানি দ্বিপরনি ফায়ই
মাই সংজাক করুই, য়্যাগ সুগইসে মা সংগই চাঅ।
সংগই মাই কুথু অংখা
চুংব দজামা বাগই।
মাইত্ক মাইকৃথুং অংমানি বাগই
চাঅই চুং মানজালিয়া।
মুকৃতই চুং ক্লাইজাখা।
নগব য়্যাগুল তংগ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :— এ পর্যায়ে কবি পুনর্বার দিন কড়চার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ দুর্দশার করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। এবং পত্নী বিচ্ছেদকে যাবতীয় দুঃখ কষ্টের মূলীভূত কারণরূপে চিহ্নিত করেছেন।

কবির ভাষায়— আষাঢ় মাসের ছ' তারিখ, শনিবার দিন। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় ভারাক্রান্ত হৃদয়কে চোখের জলে খানিকটা হাল্কা করেছি। মনে পড়ে, আষাঢ় মাসের চৌদ্দ তারিখ সোমবারের কথা। দৈনিক এক কাঠা ধানের বিনিময়ে দিনমজুরী থেকে ভরদুপুরে ফিরে এসে ঘরে রাঁধা ভাত ছিল না বলে নিজের হাতে (দিন মজুরীতে পাওয়া) ধান কুটে রেঁধে খেয়েছি। এদিকে প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না, অপর দিকে আনাড়ি হাতে তাড়াহুড়ো করে রাঁধা সবগুলো ভাত আধা সিদ্ধ রয়ে গেল—সুপক্ক হল না। তাই খাওয়াও হল না। দুঃখে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। (অদৃষ্টের কারণেই) ঘরে এসেও গেরস্থালীর কাজকর্ম (যেগুলো নিতান্ত মেয়েদের করণীয় এবং পুরুষের পক্ষে যা একান্তই বিরক্তিকর) করতে হচ্ছে।

য়্যাগুল—বিনিময়, দিন মজুরী, একের শ্রমের বিনিময় স্বরূপ শ্রমদান করা। এখানে একজনের স্থলে অপর জনের কাজ বুঝাচ্ছে।

কার্তিক মাসনি ১৪ তারিখ শনিবার দিন
মিছিপ থাংফুরু মুকতই চুং ক্লাইজাখা।
আছুক দুঃখুন মুং খনা হরই,
খাপাং ওয়ানসুগই নাইদি।
চিনি দুঃখুনু লোকো খ্নাঅই
হামদি হিনজাদি কিশা।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ— কার্তিক মাসের চৌদ্দ তারিখ শনিবারেও মোষ চড়াতে গিয়ে চোখের জল ঝরেছিল। লোকের মুখে মুখে আমার এ দুঃখের বারতা শুনে হৃদয় দিয়ে কিছুটা অনুভব করে দেখ, হৃদয়কে খানিকটা দ্রবীভূত করো।

বুছা অকারা রুকথারই থাংগই
কাবইলে তংগইজাখা
মা বাই তংখাইব ফা বাই মা তংয়া
ফা বাই থাংগইব, মা বাই মা তংয়া
কাবইলে তংগইজাখা।
বছা অকরা কারমানি নুগই
মুকতই চুং ক্লাইলাঙ্গা!
লামালাম হাচাল চুং হিনই মাঁয়া।
লামালাম কুটুক চুং হিনই মাঁয়া
য়্যাক বাই চিশ্বাগই ফাইঅ।
সাতুং হকি তই চুং হিনই মাঁয়া
তিনি শনিবার চুং হিনই মাঁয়া।
তিনি মঙ্গলবার চুং হিনই মাঁয়া
ত্‌ইমা তই কতর চুং হিনই মাঁয়া,
নগলে তংনাই সরস্বতী
কাগলায়ই তংনাই পুনলক্ষী
নিনি কাইসানি বাগই।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ— বিচ্ছেদ কালীন করুণ চিত্রটি কবি পুনর্বার পত্নীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন নিপুণ ভাবে।

যেদিন তুমি চলে যাচ্ছিলে, বড় ছেলেটি কেঁদে কেঁদে তোমাকে অনুসরণ করছিল (ও খুব বিভ্রান্ত হচ্ছিল)। কেননা, ও তোমার সাথে গেলে বাবার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ; অপরদিকে বাবার সঙ্গে থেকে গেলে মাকে হারাচ্ছে। তাই ও অঝোরে কাঁদছিল। ছেলেকে ছেড়ে যাচ্ছ দেখে আমিও চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি।

লামালাম·········বাগই— আজ আমি দিশেহারা। কোনটি পথ আর কোনটি পথ নয় চিনতে পারছিনা। শুধু দুহাতে অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চলেছি। আগুন আর জল বোধগম্য হচ্ছে না। উদয় অস্তও অনুভবে আসছে না। নদী আর সমুদ্র সবই একাকার মনে হচ্ছে। সংসারে অধিষ্ঠিতা লক্ষী-সরস্বতী (সুখ-সম্পদ) দুজনই আজ অন্তর্হিতা। এসবের মূলীভূত কারণতো একমাত্র তুমি !

য়্যাকনি য়্যাসিতাম দেবীনি কায়া
থুইব আং নন কারয়া।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ— দেবতার আশীর্বাদ পূত অঙ্গুরী যেমন মানুষ যাবতীয় আধিভৌতিক মঙ্গলের জন্য আমৃত্যু সযত্নে হস্তে ধারণ করে রাখে, দাম্পত্য প্রেমের একনিষ্ঠ পূজারী কবিও তেমনি সমস্ত আধিভৌতিক সুখৈশ্বর্যের একমাত্র মূলীভূত কারণ মহাদেবীর প্রতিকৃতি স্বরূপা হস্তস্থিত অঙ্গুরীর ন্যায় প্রেমময়ী ভার্যাকে ধারণ করে রাখার বাসনা প্রকাশ করছেন। তাই তিনি বলছেন, নিষ্ঠুর মৃত্যুও তোমাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কায়া—প্রতিকৃতি। য়্যাসিতাম—অঙ্গুরী।

লামালাম ঘোরা বড়ক কছরই
মকল বেংসুনাল সুংজাকখামুন,
বুওয়া খরমপাই চুং অংজাকখামুন,
য়্যাকুং জাংগ্রা, আং সুরজাকখামুন,
বুইতই সিজায়া অংমানি ত্‌লাই
থুইজা চুংলে খামুন ;

তব চুং কাটিজাখা।

সত্য তংমা বাই আনি।

বাড়িয়া নাগর সংবাই—

তব চুং কাটিজাখা।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :— কবি জীবন সঙ্গিনীর সহিত নিরুদ্বেগে দীর্ঘ বিপদ সঙ্কুল জীবন পথের অগণিত চড়াই উৎরাই পরিক্রমা করেছেন। স্মৃতি চারণার মাধ্যমে জীবন সঙ্গিনীকে অতিক্রান্ত দিনগুলোতে স্বীয় দাম্পত্য জীবনে যে সমস্ত অঘটন সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

লামালাম ·······কাটিজাখা—দীর্ঘ জীবন পথের চড়াই উৎরাই উৎক্রমণ কালে আমাদের দৃষ্টি শক্তি হারানোর সম্ভাবনা ছিল, দাঁতে দাঁত খিচুনি লেগে পাগুলো নিথর নিষ্কম্প হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সংসারের আর পাঁচজনের মত নির্বোধ হলে আমাদের মৃত্যুও হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। আমরা সে দিনগুলো ভালভাবেই উতরে এসেছি। কেননা আমি (সত্য··· · সংবাই) প্রিয়তমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (এখানে বিবাহ কালীন মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সুস্থিত জীবন যাপনের জন্য যে প্রতিজ্ঞা বাণী উচ্চারণ করা হয় তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে) ছিলাম।

আনি দুঃখুন সাঅ রুচাব

সাঅ রুচাব, সাঅই

দুঃখিন মানঅ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :—বিচ্ছেদ বেদনা প্রতিনিয়ত কবি হৃদয়কে তুষানলে দগ্ধ করছে। বিরহ ব্যথা সমুদ্র লহরীর ন্যায় অবিরাম গানের সুরে সুরে বেরিয়ে আসছে বিরহ মথিত কবি হৃদয়ের অন্তস্তল হতে। গানের পংক্তিতে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

আনি·········মানঅ—আমার বিরহ ব্যথা গানের সুরে সুরে যতই প্রকাশ করছি, ততই হৃদয়কে বিরহানলে দগ্ধ করছে।

কড়াই জিংগনাং কড়াই জিংগ্নাং

কড়াই জিংবাইদা মা তং ?

মাউং দুগগনাং

মাউং তুগগনাং
মাইউং তুগ বাইদে মাতং ?
খুরিনি মা কাহাম, মায়ানি গ্‌নাং
মা বাই মামাং দা মাতং ?
খুরি ফা কাহাম, মায়ানি গনাং
ফা বাই মামাং দা মাতং ?
তাখুক তুরন্ত মায়ানি গ্‌নাং
তাখুক বাই মাংদা মাতং ?
তাখুক হামইব রাং মাই সলক
বুখুক হামইব মাইশলক,
বাইথাং হামমানি থুইয়াছা হামুংয়াদা ?
সাকফাং তংজাদি মায় বাবুবাই,
খাপাং তংজাদি চুং বাই।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ— তাৎক্ষণিক সত্য, কিন্তু চিরন্তন নয়—কতিপয় উপমা ভিত্তিক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে কবি প্রিয়তমাকে বুঝাতে চেয়েছেন, বিচ্ছেদ কখনও চিরন্তন নয়, বিচ্ছেদান্তক মিলনও জাগতিক নিয়মাধীন। যেমন—

কড়াই জিংগনাং··· ···· ···তুগবাইদে মাতং—ঘোড়ার গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য লাগাম বাঁধা হয় বটে। তা বলে সর্বদাই কি লাগাম বেঁধে রাখা হয় ? হস্তীকে রজ্জুবদ্ধ রাখা হয় বটে। কিন্তু সর্বদাই কি হস্তী রজ্জুবদ্ধ থাকে ?

খুরিনি মা - ·········মাং দা মাতং—অংকেধারী পিতামাতার অন্তরে সন্তানের জন্য অপরিসীম স্নেহ লক্ষ্য করা যায়। তা বলে সন্তান কি চিরজীবন পিতামাতার সঙ্গেই থাকে ? সহোদরের অন্তরেও সহোদরার জন্য অন্তহীন মমতা, তা হলেও কি কেউ চিরজীবন সহোদরের সঙ্গেই থাকে ?

কবি কতিপয় আপাত সত্যের উপর প্রশ্ন করে অপর পক্ষ থেকে ইতিবাচক উত্তর প্রত্যাশা করছেন এবং সহোদরের মায়া মমতার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দিকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

তাখুক·········মাইশলক—অগ্রজ বা অনুজের স্নেহ মমতার অন্তরালে রয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (টাকা, ধান, চাল ইত্যাদি) প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। কাজেই তা নিঃস্বার্থ হতে পারে না কিন্তু—

সাকবাইথাং······· হামুংয়াদা—পতি বা পত্নীর ভালবাসা আমৃত্যু অম্লান থাকে না কি? একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেম চিরকাল স্বার্থ গন্ধ রহিত অন্তর্বাহিনী ফল্গুর ন্যায় প্রবহমান।

বর্ত্তমান পর্যায়ে কবির একনিষ্ঠ প্রেম জাগতিক কামনা বাসনার স্তর অতিক্রম করে অন্তর্জগতে প্রবেশ করেছে। পিতামাতা, অগ্রজ ও অনুজের ভালবাসা অপরিসীম হলেও সর্বদা স্বার্থগন্ধ মুক্ত নয়। তাই দাম্পত্য প্রেমের সহিত একাসনে তার স্থান হতে পারে না। দাম্পত্য প্রেম চিরকাল নিষ্কলুষ নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রবহমান। অপর পক্ষে ভাই বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের স্নেহ-প্রীতি আমৃত্যু সুখে দুঃখে সমভাবে সহজলভ্য নয়। তারই প্রকাশ ঘটেছে কবির গানে গানে তাই—

সাকফাং তংজাদি ·····চুংবাই—তোমার দেহ ওদের সন্নিধানে থাকে থাকুক, কিন্তু হৃদয় থাকুক আমার সন্নিধানে।

জিং—লাগাম, সাকবাইথাং—নিজ, স্বয়ং, এখানে পতি বা পত্নী। সাকফাং—দেহরূপ বৃক্ষ, দেহকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হয়েছে, যেমন 'দেহলতা' বলা হয়।

সাঅ খ্নাদি, সাঅ খ্নাদি—
খ্নাই বখাঅ চবদি,
সাঅই খুঙ্গুঅ কানদি।
আনি দুঃখুন ভায়ারগ নুগই
ভায়ারগ আন হিনখা—
হাফিং খুম চাকসা, চাকতুরুত্রা,
খলই কানছিদি হিনখা।
হাপিং মুসুইছা চাকতুরুত্রা
ককনা জুনতিদি হিন-খা।
যখন ভায়ারক আন সাথাইন
আংব উত্তররুখা—
হাফিং খুমচাকসা মুগুইন ফাইঅ,
আংসে খলয়াঅই ফাইঅ।
হাফিং মুসুইছা মুগুইন ফাইঅ;
আংসে জুনতিয়াই ফাইঅ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—পত্নীর প্রতি কবি নিঃসন্দিগ্ধরূপে একনিষ্ঠ। উদ্ধৃতাংশে কতিপয় মনোরম চিত্রকল্পের মাধ্যমে পত্নীর নিকট স্বীয় একনিষ্ঠতার চিত্রটি তুলে ধরেছেন। অন্তরঙ্গ গানের ভাষায় তারই প্রতিধ্বনি রয়েছে।

সাঅ খ্‌নাদি ·······হিন-খা – মন দিয়ে শোন, যা বলছি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করো। আমার ব্যথায় ব্যথিত সুহৃদবর্গ উপদেশ দিচ্ছে, জুম ভূমিতো ফুলে ফুলে লাল হয়েই আছে, (ফুল) তুলে নাও না কেন! আবার (জুমে) অসংখ্য রক্তিমবর্ণা হরিণীও রয়েছে। যে কোনটিকে শিকারের জন্য ডাক করো না কেন! (অর্থাৎ লালফুল বা জুমে বিচরণকারী হরিণীর ন্যায় অসংখ্য সুশ্রী নারী রয়েছে ; তাদের যে কোন একটিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিতে বলা হচ্ছে। যেহেতু জুম ভিত্তিক কৃষ্টির ধারক উপজাতীয় যুবক-যুবতীদের পূর্বরাগের কেন্দ্রস্থল জুমভূমি ; তাই কবি এ স্থলে জুমের লালফুল এবং জুমে বিচরণকারী রক্তবর্ণ হরিণীর সহিত অনূঢ়া যুবতীদের তুলনা করে জুমের পটভূমির উল্লেখ করেছেন)।

প্রত্যুত্তরে বন্ধুদের বলেছি, হাফিং·········ফাইঅ – হাঁ, জুমে অসংখ্য লাল ফুলের সমারোহ আমিও দেখে এসেছি। কিন্তু ইচ্ছা করেই তুলে আনিনি। রক্তবর্ণা হরিণীরাও নজর এড়ায়নি। কিন্তু শিকারে ইচ্ছা হয়নি বলেই ডাক করিনি। (অর্থাৎ কবি অসংখ্য সুন্দরী যুবতী দেখে এসেছেন বটে, কিন্তু কাউকে বিবাহ বন্ধনে জড়াতে তাঁর প্রাণ চায়নি)।

বমুরা হাচুক ছম ক্লা ক্লা
কানা চুং মুচুং জায়া
সুন্দুক রি কুফুর কতগ ফানই,
মাসিং সিয়ারি তুবুই দাবাইঅ
বেড়াইনা চুং মুচুং জায়া।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—দয়িতার প্রতি অনুগত প্রাণ কবি মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবনে অনিচ্ছুক। 'বৈরাগ্য সাধনে' কিংবা অন্ধকার অনিশ্চয়তায়ও তিনি পথভ্রষ্ট হতে নারাজ।

তাই তিনি গাইছেন, বমুরা ···· মুচুংজায়া কুয়াশাচ্ছন্ন সুউচ্চ পর্বতশীর্ষে আমি আরোহণ করতে চাইনা। কিংবা (সুন্দুক রি······ ··

মুচুংজায়া) সিন্দুকে রক্ষিত শ্বেত-শুভ্র বস্ত্র কণ্ঠে জড়িয়ে বিবাগীর বেশে কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার অনিশ্চিত পথে পা বাড়াতে চাইনা।

'সুন্দুক রি কুফুর কতগ ফানই' বাক্যটির দু'রকম অর্থ করা যায়। প্রথমতঃ, সংসার বিবাগী ব্যক্তিগণ পবিত্রতার দ্যোতক শ্বেত-শুভ্র বেশ ধারণ করে মাধুকরীতে বহির্গত হন। কবিও তদনুরূপ বিবাগীর বেশে অনিশ্চিত ভাবে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে চান না। দ্বিতীয়তঃ, সিন্দুকে তুলে রাখা শ্বেত-শুভ্র পবিত্র বস্ত্রের সহিত অনূঢ়া যুবতীদের পবিত্রতার তুলনা করা হয়েছে। জুমের লালফুল কিংবা সিন্দুকে তুলে রাখা বস্ত্রের তুল্য অপাপবিদ্ধা কোন নারীকে জীবন পথের সঙ্গিনীরূপে বরণ করে দয়িতার প্রতি একনিষ্ঠ কবির পক্ষে নতুন করে জীবন পথে অগ্রসর হওয়া নিতান্তই দুঃসাধ্য বিষয়। কেননা—

বাবু খুম বারছা য়্যাফার রুমান
বামন য়্যাক কাইছা খাঅই রুমান
য়্যাফাং পমরুঅই বুচুক তই লুঅই
জাতি তই লুয়ই চুংন রুমান
চুং বর খিবিনানি—
ভায়ান বুঝকজাখা।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—বাবা (শ্বশুর মশাই) যে পবিত্র ফুলটি হাতে তুলে দিয়েছিলেন, বামুন যার সাথে এক সূত্রে হাতে হাত বেঁধে দিয়েছিলেন এবং মস্তকোপরি গুরুজনদের শান্তিবারি সিঞ্চনাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়াজাত বন্ধন সমূহকে কি করে উপেক্ষা করি বল? এ কথাটাই আমি সুহৃদদের বুঝিয়েছি।

বাবু খুম··· ·······রুমান—এখানে কনের বাবার কনে সম্প্রদানের কথা বলা হচ্ছে। বাক্যটির দুরকম অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ, কনের বাবা ফুলের ন্যায় পবিত্র, অপাপবিদ্ধ একটি কন্যাকে হাতে তুলে দিয়েছিলেন বলা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহানুষ্ঠানে কনের বাবা বরের হস্তে একটি প্রতীকী ফুল রেখে কনে সম্প্রদানের কাজটি নিষ্পন্ন করে থাকেন। ইঙ্গিতে সে কথাই বলা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, উপজাতীয়দের বিবাহকালীন আচার অনুষ্ঠানে উপজাতীয়-দের নিজস্ব ক্রিয়া পদ্ধতির সাথে বৈদিক ক্রিয়া পদ্ধতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন বৈদিক ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়ে থাকেন, অপরদিকে অচাই বা উপজাতীয় পুরোহিত উপজাতীয় আচার অনুষ্ঠান সমূহ নিষ্পন্ন করেন। আধুনিক কালে কোথাও কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়।

বামন ···· ···রুমান—বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ বাসরে স্থাপিত মাঙ্গলিক ঘটের উপরিভাগে বরের হস্তোপরি কনের হস্ত সংস্থাপন পূর্বক এক সূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়। এর দ্বারা দুটি প্রাণের এক সূত্রে গ্রন্থণ সূচিত হল বলে মনে করা হয়।

য়্যাফাং ·····রুমান—এখানে বিবাহ কালীন উপজাতীয়দের নিজস্ব আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি বিবাহকালীন অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি মাটির বেদীর চতুর্দিকে সুদৃশ্য বাঁশের কুঞ্জ তৈরী করা হয়। অচাই বা পুরোহিত বিবাহকালীন অনুষ্ঠানের অঙ্গ স্বরূপ উক্ত বেদীতে মাঙ্গলিক বারি বা শান্তিবারি বর্ষণ করেন। তৎসহ নব দম্পতির ভাবী শান্তিময় জীবন কামনা করে উভয়ের মস্তকেও শান্তিবারি সিঞ্চন করা হয়। অনুষ্ঠানান্তে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুজনেরাও নব দম্পতির মস্তকে শান্তিবারি সিঞ্চন করে থাকেন।



॥ আমাএ গোমতীমা ॥

[অনাদি কাল থেকে ভারতীয় সমাজে গঙ্গা নদী ষড়ৈশ্বর্য দায়িনীরূপে পূজিতা। পুণ্যতোয়া গঙ্গা নদী যেমন মানবের ত্রিপাপ হারিণী 'পতিতোদ্ধারিণী' মাতারূপে পূজিতা, ত্রিপুর ভূমিতেও পুণ্যতোয়া গোমতী নদী সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে কুলুষনাশিনী সুখৈশ্বর্য দায়িনী মাতারূপে বন্দিতা। বর্ত্তমান গোমতী বন্দনাটিতে তারই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ত্রিপুরার উপজাতীয়দের চোখে গোমতী নদী শুধু নদী নয়, গোমতী মাতা। তিনি ইহকালে যাবতীয় সুখৈশ্বর্যের মূলাধার এবং পরলোকে মুক্তি দায়িনী।

উল্লিখিত স্তোত্রটিতে অসাধারণ কাব্যিক সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। তদুপরি সরল প্রাণের ভক্তি আপ্লুত প্রার্থনা মূলক বাক্যগুলো সহজেই যুগাবতার শঙ্করাচার্য রচিত গঙ্গা বন্দনার কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্তোত্রটি অমরপুর বিভাগের চেলাগাঙ থেকে সংগৃহীত। বহু চেষ্টা করেও রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়নি।]

আমাএ গোমতী মা, আমাএ গোমতী মা !
ইয়াফাং দে দুর্পা কাথং তংনাইমা ;
চু কালাংছি কবং তংনাইমা,
বলং আথাঙ্গী ছেনারই তংনাইমা।
আমাএ নুংছে— !

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—ওগো আমার গোমতী মা ! তোমার পদতলে সবুজ দুর্বাদল ; উপরে 'কালাংছি' বাঁশের ঝাড়ে তোমার মস্তক রক্ষিত। আর বিশাল সবুজ বনানীতে তুমি হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িতা রয়েছ। হে মাতঃ ! তুমি সকলের প্রধান।

চু কালাংছি কবং তংনাইমা—উপরে 'কালাংছি' বাঁশের দ্বারা তৈরী বালিশে রয়েছ।

সগগোঅ তংব রংছুং তংনাইমা,
পাতাল তংব হিনাই তংনাইমা ;

ঝারতীত বাগরামা !

খাপাং ছুখু, সইত্যন রিংখেলে—

খাপাং ছুখু ছারেরিনাইমা ।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :—স্বর্গে থাকার সময় তুমি আনন্দে বিরাজ করো, পাতালেও (পৃথিবীতে) তুমি কল কল সুরে বয়ে যাও। তুমি বারতীর্থের শ্রেষ্ঠ। হৃদয়ে ব্যথা পেয়ে মনে প্রাণে ডাকলে হৃদয়ের ব্যথা দূর করে দাও।

নুংছে সগগো মিছনি দ্রাউ তংনাইমা,

পাতাল মিছনি দ্রাউ তংনাইমা।

মকই তংব মকই নুকগিয়া খেলাই মানাইমা।

সইত্য সাইয়া খেলাই, ইয়াকুং তংব কুরুই খেলাই মাইঅ।

সইত্য সাখেলে, কমা থাংমা—মাইঅ রিনাইমা।

নুংছে ইসর, মুনুইছ বাই নুংছে কুরুং তংনাইঅ।

জুগে জুগে সইত্যন পালাও তংনাইমা,

ছামিয়ানব হামই রিনাইমা ;

সইত্য সাছিন খেলে চাইয়াব চারি মাইঅ মা !

আমাএ নুংছে — !

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা :—তুমি দেবভূমিতে মিশে থাক। পাতালেও ব্যাপ্ত হয়ে আছ। মিথ্যার আশ্রয়কারী চক্ষুষ্মানকে তুমি অন্ধ করে দাও ; পদযুগলও তুমি হরণ করে নিতে পার। অপরপক্ষে সত্য পন্থানুসারী তোমার কৃপায় হারানিধিও ফিরে পায়। তুমি ঈশ্বরের অংশরূপে মনুষ্য সমাজে বিরাজিতা। যুগে যুগে তুমিই সত্যকে প্রতিপালন করেছ। অসত্য, অমঙ্গলকে দূর করেছ এবং সত্যানুসারীকে রক্ষা করেছ। হে মাতঃ ! তুমিই এসবের বিধায়িকা !

বেইংব কইলাং খেলাই তংনাইমা।

ছুংব কইলাং খেলাই তংনাইমা।

অমাইঅই, ছিরি কালাখি-কালাখামা।

খুমফাং বাই তংনাইমা।

লবংবাই তংনাইমা

আমাএ নুংছে—!

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—তুমি আঁকাবাঁকা সর্পিল গতিতে বয়ে যাও; চতুর্দিকে জাল বিস্তার করে বিরাজ কর। হে মাতঃ, তুমি শ্রীকালাখি এবং কালাখা স্বরূপা। তোমার অধিষ্ঠান ফুল গাছে এবং 'বাতা' গাছে (অর্থাৎ তুমি সুন্দরের মাঝে অধিষ্ঠিতা শ্রীস্বরূপা)।

শ্রীকালাখি-কালাখা—রিয়াংদের দেব-দেবী; লবং—এক প্রকার বনজ গাছ, দেশজ বাংলা নাম 'বাতা'।

সং তা সিদ বাগরামা,
বেইং তা সিদ বাগরামা,
আমাএ নুংছে—।
ছা কুরুইছাব ছা রিনাইমা,
ছাই কুরুইছাব ছাই রিনাইমা
আমাএ নুংছে—।
রাং কুরুইছাব রাং রিনাইমা,
মাই কুরুইছাব (ছানখেলাই) মাই রিনাইমা;
আমাএ নুংছে—!

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—হে মাতঃ, তুমি রোষ করো না, তুমি বিরূপ হয়োনা। হে মাতঃ, তুমিই সন্তানহীনকে সন্তান এবং পতিহীনকে পতিদান কর। তোমার নিকট প্রার্থনা জানালে তুমি ধন্যধান্যহীন নিঃস্বকে ধন-সম্পদ বিতরণ কর; অর্থহীনকে অর্থ দান কর। তুমিই এসবের একমাত্র মূলাধার।

বাগরাছা তিয়ার খলাইফুরু ননছে স্কাং তিয়ার খেলাইঅ।
নুং স্কাং তিয়ার অংপাই খেলাইছে—
বসুমতী তিয়ার খেলাইঅ।
আমাঅই নুংছে কতর।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ—সৃষ্টিকালে আদিপিতা তোমাকেই প্রথম সৃষ্টি করেন। তোমার সৃষ্টির পরেই আদিপিতা বসুমতী সৃষ্টি করেন। হে মাতঃ, তুমিই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।



॥ জাদু-কলিজা ॥

[স্বাভাবিক কারণেই জুম ভিত্তিক ত্রিপুরার উপজাতীয়দের জীবন ধারায় জুমের প্রভাব অপরিসীম। এ কারণে উপজাতীয়দের সমাজ সংস্কৃতিতেও জুমের প্রভাব প্রতিফলিত। জন্ম-মৃত্যু, মিলন-বিরহ প্রভৃতি জীবনের প্রতিটি অংশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রয়েছে জুমের প্রভাব। এক কথায় জুমকে বাদ দিয়ে ত্রিপুরার উপজাতীয় জীবন ধারার বিশ্লেষণ অসম্ভব।

ত্রিপুরার প্রতিটি উপজাতীয় জীবনে জুম ভিত্তিক মিলন বিরহের গান (জাদু-কলিজা) রয়েছে। আধুনিক জীবন যাত্রার প্রভাবে কিংবা জুম ভিত্তিক কৃষি জীবনের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে উক্ত গানগুলোও অপস্রমান। খণ্ডিত, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এগুলোকে দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ন্যায় নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ থেকে সুরু করে মিলন পর্যন্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা করতঃ স্তর বিন্যস্তরূপে কোথাও এগুলো গীত হতে শোনা যায় না। তবে একথা ধারণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, এ ধরণের গানগুলোও (জাদু কলিজা) স্তর বিন্যস্তরূপে কখনো গীত হত।

বর্ত্তমান পর্যায়ে উল্লিখিত রিয়াংদের জুম গানটিতে কাব্যিক সৌন্দর্য সমন্বিত খানিকটা স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে উদ্ধৃত জুম গানটির গুরুত্ব অপরিসীম।

গানটি অমরপুর বিভাগের চেলাগাঙ থেকে সংগৃহীত।]

চেলা— আদুঅই, মকনদাতুই ইয়াফাতুইমা,
কাছলাই নুংবাই মা হিমখে –
থুইএ খাছকু থাংখামু !

নর— প্রিয়ে, (খাওয়ার পূর্বে) হাতের চেটোতে ভুট্টা নেবার মত করে তোমাকেও নিয়ে যেতে পারলে মরেও আমার হৃদয় শান্তি পেত।

বুরুই— তাতাঅই, সাকবই কাওন সাখ্‌লে
কাতিনি আথুদেই তা উনস্লইদি।

নারী— ওগো দাদা, তোমার কথা সত্যি হলে—ঘাটের চিংড়ি মাছের মত (ভয়ে) পেছন দিকে যেওনা।

চেলা— তলবাই বাতা নুংলে রুপাইনি গদাল আং অংখেবা হিয়ারুং মাও মিছি গুয়াই মঁাইয়াদে।

নর— তুমি কচি 'বাতা' গাছের মত। আমি যদি রুপোর কোদাল হতাম তবে শিকড় সমেত তুলতে পারতাম না কি?

বুরুই— তুইমানি করুয়াল নুং অংখেবা
একরাং ভগুলাছা আং অংখেবা
আইচু ছিবাহা ছিলাইয়া দে?

নারী— তুমি যদি বর্ষার দিনের 'কুড়ুল' পাখি হতে আর আমি হতাম ঘরের পাশের মোরগ, তাহলে দুজনে প্রত্যুষে সুরে সুর মিলিয়ে ডাকতে পারতাম না কি? (অর্থাৎ রাত ভোরে কুড়ুল পাখি আর মোরগ যেমন সমস্বরে ডাকে, আমি আর তুমি মিলিত হলে আমরাও জীবনের গান সমস্বরে গাইতে পারতাম।

করুয়াল—বাজপাখির আকৃতি বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি। পাখিটি প্রহরে প্রহরে উচ্চস্বরে ডেকে থাকে। পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও পাখিটিকে 'কুড়ুল' বা 'কৌরাল' বলে।

চেলা— ছিকামছাদেই মুইকুরুং হাঁফ
তাওথু হাদে চর কালাইন?
ওয়াখম নাহুং বাই,
খুমচাক আখুম বাই
কাইয়েবা মুইছমাই চালাইন দে?

নর— কুকি শিকারী যেমন করে পাখি তীরবিদ্ধ করে, তুমিও কি তেমনি (আমার) প্রেমের বাণে বিদ্ধ হবে?
কানের দুলের সঙ্গে ফুল পরে কিংবা জুমের লাল ফুলের সাথে দুল পরে (আমার সাথে) বিবাহাত্তিক জীবন যাপন করবে?

বুরুই— ছাকলম ছাতি মা হুনাংথুঁ।
তুই বিছিং জুতা মা কানাংথুঁ।

নারী — হে বন্ধু, তুমি যদি আমাকে ভালবেসেই থাক, তবে ছায়াতেও ছাতি মাথায় দিয়ে আবার জলেও জুতা পায়ে হাঁটতে হবে। অর্থাৎ বিরক্তিকর কাজও করতে হবে।

চেলা— কপরুকনি নারা হইগ্ রাথুঁ,
বাদিয়া মাইকতুই ছগ্ রাথুঁ,
হুকরুইনি শিকার থাংলাইনিফঁ।

নর — প্রথম পর্বের কর্তিত ধানের বিচালিগুলো শুকিয়ে যাক। দ্বিতীয় পর্বের ধান গাছগুলো শক্ত সমর্থরূপে গজিয়ে উঠুক। এ সময় শিকারী মথুরা পাখি সন্তর্পণে শিকারের জন্য এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ অভিভাবকগণ যদি আমাদের বিয়ে দিতে নারাজ হয়, তাহলে আমরা শিকারীর ন্যায় সন্তর্পণে পালিয়ে যাব।

চেলা— ওয়ারমা ছুংব নক তাংইয়াখু।
যকা ওয়ামমা কালাইয়াখু।

নর — মৃত্তিঙ্গা বাঁশ দিয়ে কখনও ঘর তৈরী করিনি। তাই মনেও কখনো দুশ্চিন্তা জাগেনি। (মৃত্তিঙ্গা বাঁশ খুব শক্ত নয়। মৃত্তিঙ্গা বাঁশে বাধা ঘর খুব মজবুত হয়না বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাধারণতঃ তা দিয়ে ঘর বাধে না। তেমনি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনো সমাজ স্বীকৃত নয় - দায়িত্বহীন কাজ করেননা বলে দুশ্চিন্তায়ও পড়তে হয়না। এখানে নায়ক-নায়িকা পালিয়ে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে সমাজের স্বীকৃতি পাবে কি পাবে না ভয় প্রকাশ করা হয়েছে।)

বুরুই — ওয়াছ্ ছকনি পানতুই বাই,
(ওয়াছ কচনি দানতুই বাই)
গুরিয়া ফংনি কলমকংবাই,
ইয়াখুং বুরা কাবজ বাই,
তকমা কারিদেং ছুইয়ানমি
বরমা কলমছে মাইবিখানা।

নারী— পচে যাওয়া বাঁশের মাথায় জমে থাকা শিশিরের জল দিয়ে, (পাঠান্তর, পচে যাওয়া বাঁশ দিয়ে দোয়াত তৈরী করে),

লংকা গুড়ো করার সরু কাঠির (গুরিয়া ফং) কলম দিয়ে, পুরানো চাটাইকে কাগজ করে ব্রহ্মা বা বিধাতা পুরুষ আমাদের কপালে লিখেছেন। সে লিখন আবার মোরগের বাচ্চাগুলো হেঁটে গেলে যেমন হিজিবিজি দাগ পড়ে— তেমনি। কিন্তু সে লিখন অনুসারেই আমাদের চলতে হবে।

শিশিরের জলের ন্যায় অনুজ্জ্বল কালি দিয়ে, লংকা গুড়ো করার নগণ্য কাঠি দিয়ে, পুরানো চাটাইয়ের মত শতছিন্ন কাগজে হিজিবিজি করে বিধাতা পুরুষ লিখেছেন বলে তা নিতান্তই দুর্বোধ্য এবং দুর্ভাগ্যসূচক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা অপ্রতিরোধ্য, অমোঘ। আর অমোঘ বলেই নায়ক-নায়িকাকে বিধিলিপি অনুসারেই চলতে হবে। তাই সমাজ বিগর্হিত কাজ হলেও নায়ক নায়িকাকে পালিয়ে গিয়েই মিলিত হতে হবে।

ওয়াছ্ ছকনি পানতুই—পচে যাওয়া বাঁশের মাথায় জমে থাকা শিশিরের জলকে কালি বলা হয়েছে। ওয়াছ্ কচনি দানতুই—পুরানো বাঁশের অগ্রভাগ দিয়ে তৈরী দোয়াত। ইয়াখুং বুরা কাবজ—ধান রোদে দেওয়ার পুরানো চাটাইকে কাগজ বলা হয়েছে। তকমা কারিদে ছইয়ানমি— মোরগ ছানাদের পায়ের দাগের মত হিজিবিজি করে লেখা অদৃষ্টের লিখন পড়া যায়না।

চেলা— ওয়ারনামুচউনি তলাই ফুম বাই,
স্কাং ফরফরি বাই তুইঅ নাংথুঁ ;
ইয়াগু খাম কারা বাই তুইঅ নাংথুঁ

নর— মৃত্যুর পর সামনে পতাকা টাঙিয়ে আমাকে যখন বাজনা বাজিয়ে পালংকে করে বয়ে নিয়ে যাবে তখনো তোমাকে আমি ছাড়ব না। অর্থাৎ মৃত্যু এলেও আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

বুরুই— সইত থাইছানি পন্দিত কাহাম হা,
সইত বাই পন্দিত অংখেবা—
বারতিজনি হর চুংআহু, বার গংগা তুই তংনাইছে।

নারী— আমরা দুজন পরস্পর সত্যে অবিচল থাকলে বারতীর্থের (চতুর্দশ দেবতা) যজ্ঞের আগুন আরো উজ্জ্বল হবে এবং বারগঙ্গার জল স্থির থাকবে। অর্থাৎ আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। কখনো বিচ্ছেদ হবে না।

চেলা— জানপাতা তরুলতা মা
সইত বাই, পন্দিত অংখেবা
তুইঅ কাইফঁ ইয়ারুং ছুংনাইছে।
হাকুং কাইব বছক হই নাইয়া।

নর— আমরা দুজন সত্য থেকে বিচ্যুত না হলে রাস্না (অর্কিড) জলে লাগালেও শেকড় গজাবে। আবার উঁচু পাহাড়ে লাগালেও শুকিয়ে যাবে না। অর্থাৎ দুজনের মিলিত প্রচেষ্টায় অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে।

তরুলতামা—স্বর্ণলতা।

বুরুই— ওয়ানজুই নত্তরকে গুরিবামা,
সইত বাই পন্দিত অংখে ;
মাছং তুইঅ খুম বকখে—
সইত ধর্‌ম থির তংনাইছে—।

নারী— আমরা দু'জনে সত্যে অবিচল থাকলে এবং আমাদের দু'জনের মায়েরা যদি বাঙ্গালী বাড়ীর জবা ফুল এনে গঙ্গাতে পূজো দেন তাহলে আমরা দু'জনে মিলিত হতে পারব।

চেলা— পানথর ছালুয়া দেকলইঅ।
গালা গাছমাই চুইয়াবা।
বর সরদাই মই নুহইছিনি ?

নর— আমি মাঠের শালুক, আর তুমি হলে উচু পর্বত। কি করে আমি তোমার নাগাল পাব ?

ছালুয়া—শালুক, এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ। সরদাই মই—সরদাই - নামীয় পর্বত।

বুরুই— ছছমই কাতি তিয়ারিঅ
কাছইং ফলা রমইঅ মারি
তাতাঅই—।

নারী— ওগো দাদা, স্বচ্ছ, গভীর জলের ঘাটে তুমি চান করতে চাইছ, আবার ভয়ও পাচ্ছ। অর্থাৎ তোমাকে এত করে আশ্বাস দিলাম, তবুও তোমার ভয় কাটছেনা। তাহলে কেন তুমি এ পথে এগিয়ে এলে ?

চেলা— ছাগর গোমতী তুইবাই ফুঅ,
বাই ইয়ারুং থাংহা কালাইনগি
থুইফঁ খাছকু থাংমাই নাইয়া।

নর— এ পৃথিবীতে আসার সময় আমরা তু'জনে এক নৌকো দিয়েই এসেছি। তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি মরেও এক সঙ্গে ভবনদী পারি দিতে না পারলে শান্তি পাব না।

বুরুই— লখনলে সরজু কানাইহা।
লখনতুই বাইম নাইকুফাইদি।

নারী— লক্ষণ যেমন সরজু নদীতে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গে গিয়েছিল; তেমনি আমরা তু'জনও এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে নতুন স্বর্গ রচনা করব।

চেলা— তা সাদি, খনাং সামাইয়াখে
খাজুথাই রমফ কক ছুংনাইছে— ।

নর — 'আর বকো না' বললেও যখন শুনবে না, তখন রেগে গিয়ে আমি তোমার চুলের গোছা ধরে মারব। তুমি তা সহ্য করবে কি ?

বুরুই— তুই বনদি তুইছা কাচরিয়াঅ
রাইতুংগা তাইনফঁ নাইছুকা দ;
রাই তুংগা নুংছে বাই রাফিয়া।

নারী— জলাভূমির তীরে আমি একদিন 'রাইতুংগা' (লারতুংগা) গাছ কেটে কেটে অপেক্ষা করছিলাম। অর্থাৎ তোমার সাথে পালিয়ে যাব বলে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তুমি আসনি। তুই বনদি—বদ্ধ জলাশয়, কাচরিয়াঅ—কাকচরে, পুকুর বা জলাশয়ের তীরে।

চেলা— পানথর ছালুয়া দেই কলইঅ ;
তাওলিং ছইখারি থইলানাংমি,
তাওয়ুং তরজালে বারাও নাইয়া।

নর— প্রান্তরস্থিত শালুককে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে বলে মাঠের তীরে শিকারী বাজপাখি বাসা বেধেছে। তাই ধনেশ পাখি (অলস পাখি বলে) নিরাশ হয়েছে। অর্থাৎ অপর কারো সাথে তোমার বিয়ের আলাপ আলোচনা চলছে। তাই তোমার আমার মিলম হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

বুরুই— নুং বাই সালাইম দে কাও অংখে
তাওলিং খিতরিফঁ কাংবাইয়ানু ;
মছা খিতরিব ওয়াবাইয়ানু !

নারী— তোমার সাথে আমার কথা ঠিক হয়ে গেলে শিকারী বাজ পাখিরও ডানা ভাঙবে ; শিকারী বাঘেরও দাঁত ভাঙবে।

চেলা— নুং বাই সালাইমদে কাও অংখে
লাইফাং হমফ হর তংইয়া দে ?
তুইছা মাইলামফ মাই রাঁইয়া দে ?

নর— তোমার সঙ্গে আমার কথা ঠিক থাকলে রাম কলা গাছ দিয়ে ভাত রাঁধা যায় ; আবাব জলের মাঝে ধান রোদে দিয়েও শুকানো যায়।

বুরুই— নুংবু দা কুরুই, আংবু দা কুরুই,
ফাইদি খুমুলুং হুবাছে হওলাইছিনা
নিনিবু রি কুরুই, আনি বু রি কুরুই ;
পানথর দোয়াছে থুলাইছিনা।

নারী— তোমরাও দা নেই, আমারও নেই। চলো, আমরা পুরানো জুম পরিষ্কার করি। তোমরাও কাপড় নেই, আমারও কাপড় নেই। চলো, আমরা মাঠ মুখো ঘরে (মাঠ দুয়ারী ঘরে প্রচুর বাতাস খেলে বলে) ঘুমোবো। (এখানে নারী পুরুষকে সংকেতে তাদের ভবিষ্যৎ গেরস্থালীর জন্য দা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্তর নিতে বলছে)।

চলা বাই বুরুই— তাওঅ সালাইমদে কাও অংখে
বারতিত হর তংআনু, বারগংগা তুই তংআনু।
তাওঅ সামদে কাও অংইয়াখে
বার গঙ্গাফঁ তুই রাইয়ানু।
বারতিতফঁ হর থুইয়ানু।

নর ও নারী— আমরা এখন যে প্রতিজ্ঞা করলাম তা যদি মিথ্যা হয় তবে বারতীর্থের অগ্নি নিভে যাবে এবং বারগঙ্গার জলও শুকিয়ে যাবে। সত্য হলে অগ্নি ও জল বর্ত্তমান থাকবে।

চেলা ওয়াইছা— হকরই ছিকার থাংলাইনি ফঁ।

বুরুই ওয়াইছা— নখা তাকরই তা থমগারাথুঁ

নর একবার— চাঁদ যখন মধ্য গগনে ডুবে যাবে (পঞ্চমী, ষষ্ঠী বা

নারী একবার— সপ্তমীর কথা বলা হচ্ছে) তখন মথরা পাখি শিকারে যাবে। অর্থাৎ তুমি আমি তখন পালিয়ে যাব।



লেখকের রচিত ও সংকলিত অন্যান্য পুস্তকসমূহ

১. **ভারতনি পানচালি—** (কক-বরকে প্রথম ইতিহাসের ছড়ার বই)। শিক্ষা অধিকার.ত্রিপুরা, ১৯৬০ ইং

২. **রামায়ণ কচরজাক—** (কক-বরকে ছন্দোবদ্ধ প্রথম সংক্ষিপ্ত রামায়ণ) শিক্ষা, অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৬২ ইং

৩. **ইয়াপ্রি কৃতাল—** (প্রথম পদ্ধতিগত ভাবে কক-বরক শেখার বই)শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৬৪ ইং

৪. **রিয়াং—** শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৬৮ ইং

৫. **লেখামুং—** (বিদ্যালয়স্তরে পাঠ্য প্রথম অঙ্ক পুস্তিকা) শিক্ষা অধিকার, ১৯ ৭৪ইং

৬. **হিন্দী-ত্রিপুরী অভিধান—** নাগাল্যাণ্ড ভাষা পরিষদ, ১৯৭৬ ইং।

৭. **ত্রিপুরার রূপকথা—** (বাংলা সংস্করণ) উপজাতি গবেষণা অধিকার, ১৯৮০ ইং

৮. **ত্রিপুরানি কেরেকং থমা—** (ত্রিপুরার রূপকথা, কক-বরক সংস্করণ)। উপজাতি গবেষণা অধিকার, ১৯৮০ ইং

৯. **কেরেং কথমা—** (ত্রিপুরার রূপকথা, হিন্দী স নাগাল্যাণ্ড ভাষা পরিষদ, ১৯৮০ ইং

১০. **কগতাং-কগলব বাতাং—** (আধুনিক ছে কবিতার বই)। শ্রীসত্যরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ১৯৮